Naya Jamana........12 June....2026...new_Layout 1 12-06-2026 11:41 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৮ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ১২ জুন ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৫১৪ সংখ্যা।। ১০ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

সই জালিয়াতির পর ডিজে মন্তব্য

একাধিক মামলায় সিআইডির মুখোমুখি অভিষেক

নয়া জামানা ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন একাধিক মামলায় রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডির তদন্তের মুখোমুখি । বিধায়কদের সই জালিয়াতি মামলার পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারে 'ডিজে' সংক্রান্ত মন্তব্য ঘিরে দায়ের হওয়া মামলাটিও এবার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ।বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারকালীন একাধিক সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ফল ঘোষণার পর রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশি ডিজেও বাজবে। তাঁর এই মন্তব্য এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে করা মন্তব্যের বিরুদ্ধে বাগুইআটির বাসিন্দা রাজীব সরকার বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ প্রাথমিকভাবে তদন্ত শুরু করলেও পরে মামলাটি সিআইডির হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। সূত্র জানাচ্ছে, ঘটনা-সংক্রান্ত ফেসবুক ভিডিওর লিঙ্কসহ যাবতীয় তথ্য সিআইডি তদন্তকারীদের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে ।সই জালিয়াতি মামলায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ

হন অভিষেক। শুনানিতে বিচারপতি কৌশিক চন্দ বারবার হাজিরা এড়ানোর বিষয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিচারপতি সরাসরি নির্দেশ দেন, আপনি হাজিরা এড়াচ্ছেন কেন ? কখন সিআইডির কাছে যাবেন ১০ মিনিটের মধ্যে জানান। তদন্তে সহযোগিতা করতেই হবে। অভিষেকের আইনজীবী আদালতকে জানান, রক্ষাকবচ পেলে তাঁর মক্কেল সিআইডিতে হাজিরা দেবেন এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতা করবেন। শেষমেশ বিচারপতি চন্দ ২১ দিনের রক্ষাকবচ মঞ্জুর করেন। তবে একইসঙ্গে কড়া নির্দেশ দেন, যেখানেই থাকুন না কেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সিআইডি দপ্তরে উপস্থিত হতে হবে।

আদালতের নির্দেশ মেনে বৃহস্পতিবার সিআইডি তদন্তকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। সই জালিয়াতি ও ডিজে মন্তব্য ; উভয় মামলায় সিআইডির তদন্তের কেন্দ্রে থাকা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে যে রাজনৈতিক ও আইনি চাপে রয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য।

বারমুডায় জাঙ্গাঙ্গির

নয়া জামানা ঃ পুলিশের বারমুডা মডেল এবার ফলতাতেও। একদা ফলতার পুষ্পা এখন রীতিমতো ভিজে বেড়াল! নেপাল পর্যন্ত পালিয়ে গিয়েও পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর তাঁর সমস্ত হুঙ্কার একেবারে উবে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সেই জাঙ্গাঙ্গির খানকে গেঞ্জি-বারমুডা পরিয়ে ফলতা ঘোরাল পুলিশ। তাতে অবশ্য তাঁর লজ্জার লেশমাত্র নেই! রীতিমতো মাথা উঁচু করে গা-ছাড়া ভঙ্গিতে হাঁটলেন নির্বাচন থেকে শেষবেলায় নাম প্রত্যাহার করা ফলতার তৃণমূল প্রার্থী।

বহিষ্কৃত-তবুও বিরোধী দলনেতা

নয়া জামানা ঃ দল থেকে বহিষ্কৃত এক বিধায়ককে কীভাবে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল, বৃহস্পতিবার সেই প্রশ্নই উঠল কলকাতা হাই কোর্টে। সম্প্রতি, বিরোধী দলনেতা নির্ধারণ নিয়ে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোসের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। আদালতে তাঁর হয়ে সওয়াল করছেন তৃণমূলের সাংসদ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পদোন্নতিতে বাইরের ইন্টারভিউ

নয়া জামানা ঃ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকদের বিভাগীয় পদোন্নতির ইন্টারভিউ থাকবেন না রাজ্যের কোনও সিনিয়র চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্তা। ইন্টারভিউ নিতে আসবেন ভিন রাজ্যের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র চিকিৎসকেরা। এ ছাড়াও নিয়ম হল, প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য নিয়োগ হবেন আধিকারিক। সূত্রের খবর, স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে প্রথম বৈঠকেই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর তরফে এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বজনপোষণ ঠেকাতে, স্বচ্ছতা আনতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই দাবি।

বাড়ছে ট্রেনের সংখ্যা

নয়া জামানা ঃ ট্রেনে বাড়ছে নিত্যযাত্রীদের সংখ্যা। অফিস টাইমে ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের ভিড় উপচে পড়ে। তিল ধারণের জায়গা থাকে না। তাই যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে শিয়ালদহ ডিভিশনের অতিরিক্ত ইএমইউ পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। শিয়ালদহ,ডায়মন্ড হারবার ও শিয়ালদহ,হাসনাবাদ শাখায় অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ জুন থেকে অতিরিক্ত ট্রেনগুলি চলবে বলে জানানো হয়েছে।

১০০ দিনে ই-বিধানসভা, বাজেট অধিবেশন থেকেই লাইভ স্ট্রিমিং ঃ স্পিকার

নয়া জামানা ঃ আগামী ১৮ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। এই অধিবেশন শুরুর প্রাক্কালে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু একগুচ্ছ যুগান্তকারী সংস্কার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন। চণ্ডীগড়ে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) জোন-২ সম্মেলন সেরে কলকাতায় ফেরার পরই এই ব্লু-প্রিন্ট পেশ করেন তিনি।সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হল, আগামী ১০০ দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকে সম্পূর্ণ কাগজবিহীন 'ই-বিধানসভা'-য় রূপান্তরিত করা হবে। ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত একটি কেন্দ্রীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ দেশের ৩৩তম রাজ্য হিসেবে এই ডিজিটাল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় বিধায়কদের সামনে থাকবে আধুনিক ট্যাব। সাধারণ মানুষ মোবাইল অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিধানসভার প্রশ্নোত্তর ও বিতর্ক সরাসরি দেখতে পাবেন, নিজের এলাকার বিধায়ককে প্রশ্ন করতে পারবেন এবং আইন প্রণয়নে মতামত পাঠাতে পারবেন।এই আসন্ন অধিবেশন থেকেই বিধানসভার সমস্ত কার্যবিবরণী সরাসরি সম্প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্পিকার জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পূর্ণ সম্মতি ও আলোচনার ভিত্তিতেই এই চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।অধ্যক্ষ জানান, বর্তমান বিধানসভায় ২০০-রও বেশি নতুন বিধায়ক রয়েছেন, যাঁদের সংসদীয় রীতিনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়ার পরপরই তাঁদের জন্য দু'দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হবে। দেশের অভিজ্ঞ স্পিকার ও সংসদীয় বিশেষজ্ঞরা এই শিবিরে সংসদীয় আচরণের পাঠ দেবেন।আগামী ১৮ তারিখের অধিবেশনে আলিপুরদুয়ারের একটি স্কুলের ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে বিধানসভার কার্যপ্রণালী সরাসরি দেখার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ ছাড়া ৫০ জন প্রবীণ নাগরিক এবং ল' কলেজের পড়ুয়ারাও বিভিন্ন দিনে অধিবেশনের সাক্ষী থাকবেন। বিধানসভার ঐতিহাসিক মিউজিয়ামটিও এবার সাধারণ মানুষের পরিদর্শনের জন্য খুলে দেওয়া হবে। বিধানসভার অলিন্দে সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক অনুষ্ঠান আয়োজনেরও পরিকল্পনা রয়েছে।স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসু বলেন, জনতাই আমাদের শেষ কথা। সংবাদমাধ্যমের অবাধ সুযোগের মধ্য দিয়ে বিধানসভার প্রতিটি কাজ যাতে স্বচ্ছভাবে বাংলার ঘরে ঘরে মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা সুনিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান দায়বদ্ধতা।

তিনি আরও জানান, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে বিধানসভার সচিবালয়কে ইতিমধ্যেই সমস্ত প্রশাসনিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের আইনসভাগুলিকে আরও আধুনিক ও নাগরিকবান্ধব করার যে তাগিদ অনুভূত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এই উদ্যোগ সেই লক্ষ্যেরই প্রতিফলন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

তৃণমূল ডি কোম্পানি, মমতার কংগ্রেস জল্পনা প্রত্যাশিতই ঃ দিলীপ

নয়া জামানা ঃ সোনিয়া গান্ধি নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সর্বভারতীয় সহ-সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন;এই রাজনৈতিক জল্পনার প্রেক্ষাপটে তৃণমূল কংগ্রেসকে একহাত নিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ।বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে সস্ত্রীক বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যাঁরা এই পরিস্থিতিতে আশ্চর্য হচ্ছেন, তাঁরা সম্ভবত রাজনৈতিক বাস্তবতা জানেন না। আমি আগেই বলেছিলাম, যেদিন দল হারবে সেদিনই তৃণমূলের পতন শুরু হবে। এখন সেটাই ঘটছে। দিনশেষে ঘুরে ফিরে তাঁদের কংগ্রেসেই ফিরতে হবে ।তৃণমূলকে আরও কড়া ভাষায় আক্রমণ করে দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করেন, এতদিন দলটি একটি রাজনৈতিক সংগঠনের চেয়ে তোলাবাজির

সিন্ডিকেট হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিল। তাঁর কথায়, তৃণমূল একটি ডি-কোম্পানির মতো গ্যাং চালাচ্ছিল। দলে মূলত ধান্দাবাজ লোকেরাই ছিল। এখন যেহেতু নির্বাচনে হেরেছে এবং ধান্দার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাই সবাই দল ছেড়ে পালাচ্ছে। এই পার্টির আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই, এরা বাংলার ভবিষ্যৎ শেষ করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমি অনেক আগেই বলেছিলাম যে, পরাজয়ের পর নেতারা টিকতে পারবেন না। এখন দেখুন, মানুষ তাঁদের দৌড় করিয়ে মারছে। এটা হওয়ারই ছিল ।রাজনৈতিক মন্তব্যের পাশাপাশি দিলীপ ঘোষ এদিন তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জানান। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি বলেন, মহকুমা পরিষদে আমাদের পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। নির্বাচন হয়েছে, প্রতিনিধিরা আছেন, কিন্তু কাজের পরিবেশ ঠিক করতে হবে। মহকুমা পরিষদের অফিস থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তরে প্রয়োজনীয় কর্মচারী এবং পরিকাঠামো ঠিক করার লক্ষ্যেই আমার এই সফর ।বাগডোগরা থেকে সড়কপথে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন মন্ত্রী। শুক্রবার শিলিগুড়িতে একাধিক প্রশাসনিক বৈঠকেও যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।

দেশের নির্মাতা' গৃহবধূরা, মাসিক ন্যূনতম মূল্য ৩০ হাজার টাকা সুপ্রিম কোর্ট

নয়া জামানা ঃ সারাদিন বাড়িতে বসে কী করও?'; এই কটাক্ষের জবাব দিল স্বয়ং সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, একজন হোমমেকারের শ্রমের ন্যূনতম মজুরি মাসে ৩০ হাজার টাকা। শুধু তাই নয়, বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ; গৃহবধূরা শুধু সংসার চালান না, তাঁরা প্রকৃত অর্থে দেশ গড়ে তোলেন।পাঞ্জাবের এক গৃহবধূর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলায় এই ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছে বিচারপতি সঞ্জয় করোলের বেঞ্চ। ওই মহিলার মৃত্যুতে প্রথমে মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম ট্রাইবুনাল পরিবারকে মাত্র ২.৪২ লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট সেই অঙ্ক বাড়িয়ে করে ৮.৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, বিমা সংস্থাকে ওই পরিবারকে দিতে হবে ৬২.৭৮ লক্ষ

টাকা।বিচারপতি করোলের বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, সমাজে গৃহিণীদের ভূমিকা অসীম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্তত তিনটি দায়িত্ব তাঁরা পালন করেন। প্রথমত, গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। দ্বিতীয়ত, স্বামী ও সন্তানদের দেখভাল করা। তৃতীয়ত, বাবা-মা এবং অভিভাবকস্থানীয় সকলের দায়িত্ব বহন করা। আদালতের মতে, দুর্ঘটনায় কোনও গৃহবধূর মৃত্যুতে পরিবারকে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক নির্ধারণ করতে হলে এই তিনটি বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে ।সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, পথ দুর্ঘটনায় কোনও হোমমেকারের মৃত্যু হলে মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম ট্রাইবুনালকে মাসিক ৩০ হাজার টাকার আলাদা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে হবে। কারণ এটাই একজন হোমমেকারের শ্রমের ন্যূনতম মজুরি। পাশাপাশি আদালত জানিয়েছে, প্রতি তিন বছর অন্তর এই অর্থের পরিমাণ ন্যূনতম ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা উচিত ।শীর্ষ আদালতের কথায়, হোমমেকারদের শ্রমকে অনেক সময়েই খাটো করে দেখা হয়। অথচ যে মহিলা তাঁর সময় ও শক্তি সংসারের জন্য ব্যয় করেন, তিনি পরোক্ষে সেই সংসারের উপার্জনেও বিনিয়োগ করেন। তাই তাঁদের কাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হওয়া জরুরি। বিচারপতির ভাষায়, হোমমেকার না বলে তাঁকে দেশের নির্মাতা বলা উচিত ।সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ও পর্যবেক্ষণ গৃহবধূদের অবদানকে আইনি ও সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার পথে এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দার্জিলিং থেকে গঙ্গাসাগর, মেগা হাইওয়ের পরিকল্পনা রাজ্যের

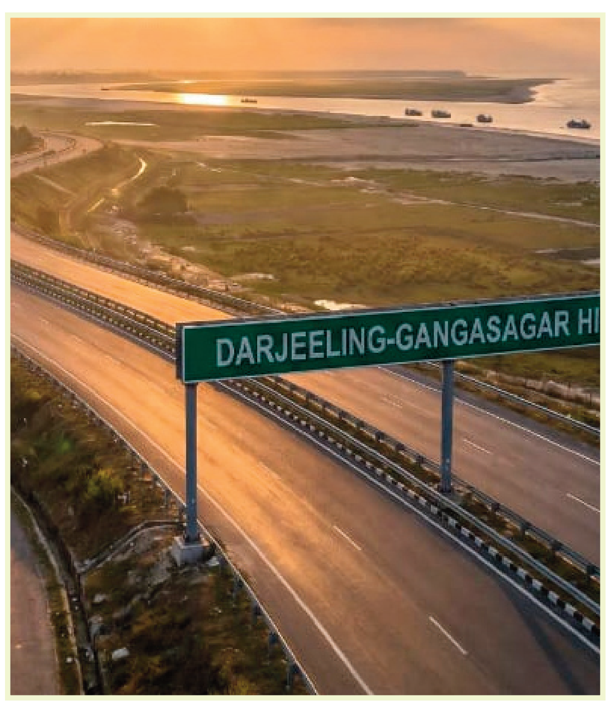

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। বৃহস্পতিবার রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার ঘোষণা করেন, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং থেকে দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ৭৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি মেগা হাইওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।পূর্তমন্ত্রী জানান, এই প্রকল্পটি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হবে। প্রস্তাবিত সড়কের একটি অংশ বিহারের উপর দিয়ে যাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন ।আসন্ন বর্ষার কথা মাথায় রেখে পূর্তদপ্তর ইতিমধ্যে পরিকল্পনা তৈরি করেছে। পূর্তমন্ত্রী জানান, ১৫ জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পিচের কাজে স্বাভাবিক বাধা থাকায় এই সময়ে মূলত খানাখন্দ মেরামতির কাজে মনোযোগ দেওয়া হবে। অক্টোবর থেকে রাজ্যের ৯০টি নতুন রাস্তার নির্মাণকাজ শুরু হবে বলে তিনি জানান। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার থাকায় অর্থের অভাব হবে না বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে 'পথশ্রী' প্রকল্পে নির্মিত বহু রাস্তা অল্প দিনের মধ্যেই বেহাল হয়ে পড়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগে

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও উঠেছিল সেই সময়। নতুন সরকার সেই ধারা থেকে সরে আসার বার্তা দিয়েছে। পূর্তমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, পূর্তদপ্তর এবার থেকে 'জিরো টলারেন্স ইন করাপশন' নীতিতে চলবে।

অভিষেকের ঔদ্ধত্য মানা সম্ভব নয়, মমতাকে বেছে নিতে হবে ঃ বিস্ফোরক কল্যাণ

নয়া জামানা ঃ তৃণমূলের অন্দরে অভিষেক-বিরোধী ক্ষোভ এবার প্রকাশ্যে এলেন দলের বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে দলের ভরাডুবির পরেও যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে অবিচল ছিলেন, সেই কল্যাণই এবার একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন অভিষেক ব্যানার্জিকে নিয়ে। একইসঙ্গে মমতাকে দিলেন স্পষ্ট শর্ত ; এবার তাঁকে বেছে নিতে হবে ।বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমে কল্যাণ ব্যানার্জি জানান, অভিষেক ব্যানার্জির ঔদ্ধত্যের কারণেই তিনি তাঁর মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। পেশার প্রতি অসম্মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। কল্যাণের ভাষায়, অভিষেক ব্যানার্জি এয়ার কন্ডিশন ঘরে থাকা ছেলে, জানে না কত পরিশ্রম করতে হয়। সবাইকে ধরে নিয়েছে ক্যামার স্ট্রিটের কর্মী ।অভিষেকের অ্যারোগেন্স নিয়ে তাঁর সাফ মন্তব্য ; চলা দায় ।কল্যাণ মনে করিয়ে দিলেন, এটা নতুন কোনও ক্ষোভ নয়। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের পর ২০২২ সালেও তিনি অভিষেক এবং রাজনীতিতে আইপ্যাকের কর্পোরেট সংস্কৃতি নিয়ে একইরকম মত দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, ২০২২-এ আমি এই কথা বলেছি। নতুন করে আমি কিছু বলছি না। আজ এই বিপদের দিনে দাঁড়িয়ে আছি দিদির পাশে। তাঁকে পর্যন্ত কীভাবে সম্মান জানাতে হয় জানে না। আমি দিদির সঙ্গে থেকে সব সহ্য করেছি, কিন্তু তাঁর অ্যারোগেন্সি মানা সম্ভব নয় ।কল্যাণ সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শর্ত দিয়ে রাখলেন। তাঁর বক্তব্য, এবার মমতাকে বেছে নিতে হবে ; অভিষেক, নাকি অভিষেকের প্রতি যাঁরা ক্ষুব্ধ তাঁরা। উল্লেখ্য, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর থেকেই দলের একাধিক নেতা-নেত্রী অভিষেককে নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন মমতার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা কল্যাণ ব্যানার্জি। ফলে তৃণমূলের অন্দরের এই টানাপড়েন আরও তীব্র আকার নিচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

Naya Jamana........12 June....2026...new_Layout 1 12-06-2026 11:41 Page 2

সম্পাদকীয়

নীরবতার সংস্কৃতির দিকে?

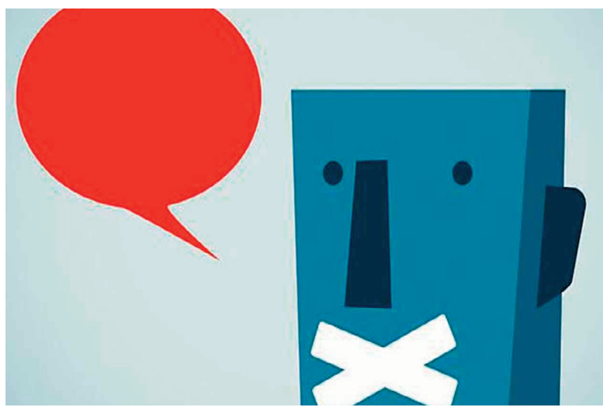

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারি কর্মচারীর ভূমিকা নিয়ে একটি পুরনো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অধ্যাপক, আমলা কি কেবল সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্রের অংশ, না কি একই সঙ্গে সংবিধানপ্রদত্ত অধিকারসম্পন্ন এক জন স্বাধীন নাগরিকও? রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আনুগত্যের সীমা কোথায় শেষ, আর নাগরিক স্বাধীনতার পরিসর কোথায় শুরু?গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে এই প্রশ্নের কোনও সরল উত্তর নেই। কারণ রাষ্ট্র এক দিকে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা চায়, অন্য দিকে গণতন্ত্রের ভিত্তিই দাঁড়িয়ে থাকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর। ফলে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও নাগরিক স্বাধীনতার মধ্যে এক ধরনের অন্তর্নিহিত টানাপড়েন সর্বদাই কাজ করে। কিন্তু ইতিহাস দেখায়, যখ নই কোনও রাষ্ট্র শৃঙ্খলা বা জাতীয় স্বার্থের নামে মতপ্রকাশের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করতে শুরু করে, তখন বিষয়টি আর নিছক প্রশাসনিক থাকে না; তা দ্রুত রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করে।পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই পুরনো বিতর্কই নতুন ভাবে সামনে এসেছে। সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং রাষ্ট্রপোষিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মতপ্রকাশ নিয়ে প্রশাসনিক সতর্কবার্তা, সংবাদমাধ্যমে কথা বলা নিয়ে নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত, সমাজমাধ্যমে রাজনৈতিক মন্তব্য নিয়ে অস্বস্তি; এই সব মিলিয়ে রাজ্যে এক নতুন রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার কথা অস্বীকার করলেও, বিরোধী মহল এবং নাগরিক সমাজের একাংশ মনে করছে প্রশাসনিক ভাষার আড়ালে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে ‘নীরবতার সংস্কৃতি’।এই আশঙ্কাকে হালকা ভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ মতপ্রকাশের উপর নিয়ন্ত্রণ সব সময় সরাসরি নিষেধাজ্ঞা হিসেবে আসে না। অনেক সময় রাষ্ট্র এমন এক আবহ তৈরি করে, যেখানে মানুষ নিজেই নিজের কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। রাজনৈতিক তত্ত্বে একে বলা হয় ‘সেল্ফ সেন্সরশিপ’ বা আত্ম-নিয়ন্ত্রিত নীরবতা। এই নীরবতা দৃশ্যমান নয়, কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর। এক জন শিক্ষক তখন ক্লাসে কোনও রাজনৈতিক উদাহরণ দেওয়ার আগে ভাবেন। এক জন অধ্যাপক প্রবন্ধ লেখার আগে দ্বিধায় পড়েন। সরকারি কর্মচারী সমাজমাধ্যমে মতামত প্রকাশের আগে নিজের চাকরির নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করেন। রাষ্ট্রের সবচেয়ে সফল নিয়ন্ত্রণ সেখানেই; যেখানে আর কাউকে চুপ করাতে হয় না, মানুষ নিজেই চুপ হয়ে যায়।ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু বহু বার বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে এসেছে। ১৯৬২ সালের কামেশ্বর প্রসাদ বনাম স্টেট অব বিহার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল; সরকারি কর্মচারীরা চাকরিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মোটেই তাঁদের মৌলিক অধিকার হারান না। বিহার সরকার সরকারি কর্মচারীদের সব ধরনের বিক্ষোভ কর্মসূচি নিষিদ্ধ করে দিলে বিচারপতিরা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, শান্তিপূর্ণ মতপ্রকাশ গণতন্ত্রের অংশ।একই বছরে ও কে ঘোষ বনাম ই এক্স জোসেফ মামলায় আদালত আরও এক ধাপ এগিয়ে বলে; শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে, কিন্তু সেই অজুহাতে নাগরিক স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ খর্ব করতে পারে না।সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণগুলি আজ বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বর্তমান ভারতে একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, যেখ ানে রাষ্ট্রের সমালোচনাকে সহজেই জাতিবিরোধিতা বা দেশদ্রোহিতা-র সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। বিজেপির বৃহত্তর রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যেও এই প্রবণতা স্পষ্ট। জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য নির্মাণের প্রচেষ্টা দীর্ঘ দিন ধরেই চলছে। সেই প্রক্রিয়ায় ভিন্ন মতকে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক উপাদান হিসেবে না দেখে, অনেক সময় ‘সমস্যা’ হিসেবে দেখানো হয়।বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ঘিরে উদ্বেগ আরও গভীর। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কেবল চাকরি করার জায়গা নয়; বিশ্ববিদ্যালয় মূলত প্রশ্ন তোলার জায়গা। ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক রয়েছে। ঔপনিবেশিকবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে শ্রমিক আন্দোলন, নারীবাদ, দলিত রাজনীতি, ভাষা আন্দোলন; সর্বত্র ছাত্র-শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ফলে ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। দেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই দেখা গেছে; অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে শো-কজ, ছাত্র আন্দোলনের উপর কড়াকড়ি, সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারি, সেমিনারের বিষয়বস্তু নিয়ে হস্তক্ষেপ, এমনকি পাঠ্যক্রম পুনর্লিখনের প্রচেষ্টা।এই পরিস্থিতিতে ২০১৫ সালের শ্রেয়া সিঙ্ঘল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া মামলার পর্যবেক্ষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারা বাতিল করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল; অপ্রিয় বা সরকারের অপছন্দের মতামতও গণতন্ত্রে সুরক্ষিত। সরকারি ভাষার মারপ্যাঁচে মতপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণ গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। এই রায় আজ আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।১৯৮৯ সালের এস রঙ্গরাজন বনাম পি জগজীবন রাম মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ প্রণিধানযোগ্য। কোর্ট এখানে বলে শুধুমাত্র সরকারের অস্বস্তি বা সংখ্যাগরিষ্ঠের অপছন্দ কোনও মতপ্রকাশ দমনের কারণ হতে পারে না। গণতন্ত্রে প্রতিবাদ কোনও ব্যতিক্রম নয়; বরং প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরই গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি।পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, বাম আমলে দলীয় প্রভাব, তৃণমূল আমলে বিরোধী কণ্ঠস্বরের উপর চাপ; এই সব অভিযোগ অতিপরিচিত। কিন্তু সেই অতীত বর্তমানের জন্য বৈধতা হতে পারে না। গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি শাসকের প্রশংসায় নয়, বরং বিরোধিতার নিরাপত্তায়। যে সমাজে মানুষ ভয় ছাড়া কথা বলতে পারে না, সেখানে নির্বাচন থাকলেও গণতন্ত্র আসলে ফাঁপা ও ফাঁকা। আর যে রাষ্ট্র তার শিক্ষক, অধ্যাপক বা সরকারি কর্মচারীর কণ্ঠস্বরকে সন্দেহ করতে শুরু করে, সে রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত সমগ্র সমাজকেই সন্দেহ করতে শেখে।

মমতার কংগ্রেসে যোগ প্রসঙ্গ ও ‘সম্ভাবনার শিল্প’

চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য

মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেস যোগ দেবেন বলে খ ুব জল্পনা চলছে। বামপন্থী বন্ধুরা এবং এতদিন কংগ্রেস করে আসা নিষ্ঠাবান কর্মীরা তার বিরোধিতা করছেন। সেটাই স্বাভাবিক। একদিন যে কংগ্রেসকে, সবকিছু দেওয়া সত্ত্বেও, বিশ্বাসঘাতকতা করে ত্যাগ নিষ্ঠিবনের মতো ত্যাগ করেছিলেন, তারপর ১৫ বছরে তার কর্মীরা এত এত দুর্নীতি করেছেন, তাকে ফের কেন দরজা খুলে আসতে দেওয়া হবে? এখানে একটা জরুরি প্রশ্নও উঠতে পারে। সাধারণ বিজেপি-বিরোধী মানুষ কি চায়? তাঁরা কি চান, বিজেপি তার ষড়যন্ত্রে সফল হোক? ঋতব্রত, কাকলীরা সফল হোক। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠুক? নাকি, বাংলায় বিজেপি-বিরোধী শক্তি শক্তিশালী হোক। পায়ের তলায় মাটি শক্ত হোক। বিশেষত মুসলিম ও দলিতরা বিজেপির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো শক্তি পাক। কোনটা? বুকে হাত রেখে নিজের কাছে জবাবটা দিন।প্রশ্ন হল, মমতাকে কংগ্রেসে আসতে দিলে কী হতে পারে। সারা ভারতে কী হবে?

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের লাভ হবে, নাকি ক্ষতি হবে? বিজেপির ছকটাই বা কীভাবে ব্যর্থ হবে? ফেসবুক বন্ধু মহম্মদ সদরে আলমের কথাগুলি আগে বলে নিই। তাঁর মতে, ‘ক্ষতি কম, লাভ বেশি’। যাঁরা মমতার আমলে অত্যাচারিত দাবি করেছেন, বলছেন, তিনি কংগ্রেসে ঢুকলে আমরা থাকবো না, তাদের প্রতি প্রশ্ন রেখেছেন, ১) মমতা তো বিজেপির সাথে ঘর করতে কংগ্রেস ভেঙে বেরিয়ে গেছিলেন। তবুও বামফ্রন্ট তাড়াতে সেই মমতার সঙ্গে জোট করেছিলেন কেন? তখন অচ্ছ্যুৎ মনে করেননি কেন? ২) কেনই বা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়তে বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট করেছিলেন? তখন কি রাগ, অভিমান, আদর্শহীনতার কথা মনে ছিল না? সাদরে আলম বলেছেন, বরং এখন খুশি হওয়ারই কথা। সেদিন যে কংগ্রেসকে উনি থুতু বলে ফেলে দিয়েছিলেন, আজ সেই থুতুই ওনাকে চাঁটতে হচ্ছে। এটা কংগ্রেসের নৈতিক জয়। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। বিজেপিকে দেখে শিখুন। ছলে বলে কৌশলে জয়টা ছিনিয়ে নিতে হয়। কারণ, যো জিতা ওহি সিকান্দার।

সেই সঙ্গে রাহুল গান্ধীকে দেখে লড়াইটাও শিখুন। ইগো না রেখে কিভাবে গ্রাসরুট অবধি মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। বামফ্রন্টদের দেখে জোটবদ্ধতা শিখুন। কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে এস আই আর এর কুফল আর ভোট পরবর্তী বিষয়গুলো সামনে এনে লড়তে হয়। আর বিশ্বাস? আঙুলে গোনা মাত্র কয়েকটি মানুষ বাদে রাজনীতিতে বিশ্বাসযোগ্য বলে কেউ নেই। রাজনীতির ভাষা বদলেছে। চিরাচরিত প্রথা বলে আর কিছু নেই। তামিলনাড়ুতে ভোটের পর দীর্ঘদিনের সঙ্গী ডি এম কে -র হাত ছেড়ে টি ভি কে -এর হাত ধরা দেখেও বুঝতে পারেননি? কংগ্রেস বদলেছে, তার রাজনৈতিক পচা ধারাবাহিকতা থেকে উঠে আসছে। ক্লাশের মধ্যে সকলের হাতের চাঁটি খাওয়া সুবোধ বালকটি হয়ে আর থাকবে না।

মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেস যোগ দেবেন বলে খুব জল্পনা চলছে। বামপন্থী বন্ধুরা এবং এতদিন কংগ্রেস করে আসা নিষ্ঠাবান কর্মীরা তার বিরোধিতা করছেন। সেটাই স্বাভাবিক। একদিন যে কংগ্রেসকে, সবকিছু দেওয়া সত্ত্বেও, বিশ্বাসঘাতকতা করে ত্যাগ নিষ্ঠিবনের মতো ত্যাগ করেছিলেন, তারপর ১৫ বছরে তার কর্মীরা এত এত দুর্নীতি করেছেন, তাকে ফের কেন দরজা খুলে আসতে দেওয়া হবে? এখানে একটা জরুরি প্রশ্নও উঠতে পারে। সাধারণ বিজেপি-বিরোধী মানুষ কি চায়? তাঁরা কি চান, বিজেপি তার ষড়যন্ত্রে সফল হোক? ঋতব্রত, কাকলীরা সফল হোক। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠুক? নাকি, বাংলায় বিজেপি-বিরোধী শক্তি শক্তিশালী হোক। পায়ের তলায় মাটি শক্ত হোক।

কোঁচা করা ধুতি, আর গিলে করা পাঞ্জাবী পরে বাবুয়ানার রাজনীতির দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে! বুঝতে হবে.... রাজনীতি একটি সম্ভাবনার ক্ষেত্রফল। তাই রাজনীতির মধ্যে সংকীর্ণতা বাদ দিয়ে বিশ্বায়ন খুঁজুন, তবেই হালে পানি পাওয়া সম্ভব।বন্ধু সাদরে আলমের প্রতি শ্রদ্ধা। তিনি নিজেও এস আই আর-এর শিকার। এবার একজন সাংবাদিক হিসেবে কয়েকটা কথা বলি। আসি বিজেপির ছক আর সেটা ব্যর্থ করার প্রসঙ্গে। বিজেপি শুরুই করেছে ঘর ভাঙার খেলা দিয়ে। পরিষদীয় দলের ৫০ জনকে ভাঙিয়েছে একটা ছাপমারা চরিত্রহীনকে দিয়ে। আর লোকসভায় সেজন্য বেছে নিয়েছে শুভেন্দুর মতো নারদার টাকা ঘুষ নেওয়া কাকলী ঘোষ দস্তিদারকে। তিনি জনা ২০ সাংসদের সই জোগাড় করে জমা দিয়েছেন। কিন্তু, এরা কি একটা নতুন দল গড়েছে? এখনও গড়তে পারেনি। ঋতব্রতদের ভাঙন স্পিকার স্বীকার করেছেন, কিন্তু সেটি চ্যালেঞ্জ হয়েছে আদালতে। তাঁরা যদি বেরিয়ে বিজেপিতে যোগ দিতেন, সমস্যা ছিল না। কিন্তু, তাঁরা নিজেরা বৈঠক করে দলনেতা নির্বাচন করেছেন, দলের নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে। এটা অসাংবিধানিক। মহারাষ্ট্রের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট বলেছে, বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচনের অধিকার দলের, বিধায়কদের নয়। কারণ, বিধায়করা দলের প্রার্থী, নেতৃত্ব নয়। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এই যুক্তিতেই মামলা করেছেন। তাঁর হাতে বিধায়ক দলের বৈঠকের মিনিটস আছে, যাতে উপস্থিত বিধায়করা দলনেতা ও অন্যান্য পদ বাছার অধিকার নেতৃত্বকে দিয়েছেন। তাহলে? আদালত একে ভাঙন না বলে দলত্যাগটাই নস্যাত করে এদের সদস্যপদ খারিজ করলে ফের তাদের ভোটে যীতে হবে। জিতবে তো? বিজেপির কর্মীরা মেনে নেবে? এবার আসি লোকসভার কথায়। ২৮ জন সাংসদ দল ভেঙে আলাদা দল গড়তেই পারেন। কিন্তু, তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব যদি কংগ্রেসে মিশে যান, কী হবে? লোকসভায় কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা হবে ১২৭ জন। কাকলির ২০ জন তখন দলত্যাগ বিরোধী আইনে ফাঁসবেন। তাদেরও ফেলা থুতু চেটে মমতার কাছে আসতে হবে, অথবা ইস্তফা দিয়ে ভোটে দাঁড়াতে হবে। সেখানেও সেই একই সমস্যা।

জিততে পারবে? মনে রাখা ভাল, নেতারা দল বদলালেও কেউ কিন্তু সাধারণ কর্মীদের আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেননি। কর্মীরা ক্ষিপ্ত দলবদলুদের প্রতি। নিচের কর্মীরা যখন মার খাচ্ছেন, হুমকি শুনছেন; নেতারা তখন নিজেদের পিঠ বাঁচাতে বিজেপি দ্বারস্থ হচ্ছে। নেতারা এলাকায় ফিরতেও ভয় পাচ্ছেন। কংগ্রেসে মিশে গেলে এই কর্মীরা আরও শক্তি পাবেন। ভোট হলে বিজেপিকে অনেক অনেক জায়গায় রুখে দেবেন। আরেকটি বিষয় হল, অর্থ সম্পদ তো দূরের কথা, তৃণমূল কংগ্রেস নামটাও আর ঋতব্রতরা ব্যবহার করতে পারবে না।মনে রাখা দরকার, আরএসএস এই চাল অনুমান করে হয়তো নতুন দল গড়ার দিকে ঠেলে দেবে। তাঁর আগে মমতা যদি কংগ্রেসের সঙ্গে মিলন ঘটান, পাল্টা চালে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। কংগ্রেস ডি এম কে -র হাত ছেড়েছে মানে কিন্তু ডি এম কে ইন্ডিয়া জোটের বাইরে নয়। শুধু এবারের বৈঠকে তাঁরা আগাম জানিয়েই থাকেনি। ‘

পাপ্পু’ ছেলেটা কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বিজেপিকে সাফ করার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ওকে এতটা ‘নাদান’ কিন্তু আরএসএস-ও আর ভাবে না। পশ্চিমবঙ্গ তাঁর বিশেষ নজরে। এবার সারা রাজ্যে একা লড়ে দুজন বিধায়ককে একক শক্তিতেই জিতিয়ে এনেছে। আগামী দিলে ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস হলে বিজেপিরই সমস্যা বাড়বে। বামেরা স্বাভাবিক মিত্র পাবে। হতে পারে, পরের বার কংগ্রেসের সমর্থনে বাম বা বামে সমর্থনে কংগ্রেস এখানে সরকার গড়বে।এই জন্যেই রাজনীতিকে বলা হয় ‘সম্ভাবনার শিল্প’। আপনার গঠনমূলক মতামত অবশ্যই জানান।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ : ৯০০২৯৮৯১৩২

৫ থেকে ২০ জুন ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি ঃ এই সপ্তাহ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ এবং লাভজনক। সপ্তাহের শুরু থেকেই আপনার কাজে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য দেখা যাবে। কর্মকর্তাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। কর্মরত ব্যক্তিদের কাজের পরিবেশে অনুকূল পরিস্থিতি থাকবে, ব্যবসায়ীরা তাঁদের কাজ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারবেন।

বৃষ রাশি ঃ এই সপ্তাহটি বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ। এই সপ্তাহে আপনার সুখ, সম্পদ এবং খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও বিশেষ কাজের জন্য আপনি সম্মানিত হতে পারেন। চাকরিজীবীদের পছন্দসই স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা পূরণ হবে। পদে পদোন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে, অন্য দিকে, ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন করতে পারেন।

মিথুন রাশি ঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে তাড়াহুড়ো করে কোনও কাজ করা এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় তাঁরা আর্থিক ও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। চাকরিজীবীদের তাঁদের কাজ অন্য কারও হাতে ছেড়ে দেওয়া বা কর্মক্ষেত্রে অসাবধান হওয়া এড়িয়ে চলা উচিত; অন্যথায়, তাঁরা তাঁদের বসের ক্রোধের শিকার হতে পারেন।

কর্কট রাশি ঃ শ্রী গণেশ বলছেন, কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র প্রমাণিত হবে। যদি আপনি বেকার থাকেন এবং চাকরি পেতে চান, তাহলে আপনাকে চাকরি পেতে আরও অপেক্ষা করতে হতে পারে। অন্য দিকে, যাঁরা ইতিমধ্যেই চাকরিতে নিযুক্ত আছেন তাঁদের কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

সিংহ রাশি ঃ এই সপ্তাহ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছু সমস্যা এবং উদ্বেগ বয়ে আনতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে কর্মজীবীদের হঠাৎ করে কাজের অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে হতে পারে। এই সময়ে ছোট ছোট কাজ করতেও অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে। কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কারণে আপনাকে আরও বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে হতে পারে।

কন্যা রাশি ঃ কন্যা রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে তাঁদের পরিকল্পিত কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। এই সপ্তাহে আপনার সহকর্মী এবং পরিবার আপনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে এবং আপনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। সপ্তাহের শুরুতে কোনও শুভ বা ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থাকবে।

তুলা রাশি ঃ এই সপ্তাহ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ হতে চলেছে। সপ্তাহের শুরুতেই আপনার কিছু বড় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। এই সময়ে আপনি আপনার কেরিয়ার এবং ব্যবসা সম্পর্কিত সুসংবাদ পাবেন। চাকরিজীবীদের পছন্দসই স্থানে স্থানান্তর বা পদোন্নতির ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। পদোন্নতির ফলে কেবল কর্মক্ষেত্রেই নয়, সমাজেও আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

বৃশ্চিক রাশি ঃ বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকারা যদি অলসতা এবং অহঙ্কার এড়িয়ে এই সপ্তাহে তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে মনোনিবেশ করেন, তাহলে তাঁরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পেতে পারেন। এই সপ্তাহে সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলা আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।

ধনু রাশিঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে আত্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস বজায় রাখতে হবে, কেন না, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। এই সপ্তাহে আপনার পরিকল্পিত কাজগুলি কিছুটা বিলম্বে সম্পন্ন হবে এবং আপনি সেগুলিতে অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে পারেন।

মকর রাশিঃ এই সপ্তাহটি মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ এবং লাভজনক। সপ্তাহের শুরুতে পরিবারের কোনও প্রিয় সদস্যের সাফল্য আপনার সম্মান এবং সুখ বৃদ্ধি করবে। বাড়িতে ধর্মীয় এবং শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।

কুম্ভ রাশি ঃ এই সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের কোনও কাজে শর্টকাট নেওয়া এবং নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করা এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় তাঁদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে।

মীন রাশি ঃ এই সপ্তাহটি মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ। এই সপ্তাহে আপনি কোনও নির্দিষ্ট কাজে সাফল্যের জন্য ছলনা, বলপ্রয়োগ ইত্যাদি সমস্ত কিছু ব্যবহার করবেন। বিশেষ বিষয় হল আপনার প্রচেষ্টা সফল প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র এবং জুনিয়র উভয়ই আপনার প্রতি সদয় হবেন।

ভোরের ব্রহ্ম মুহূর্ত আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, নাকি স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের বিজ্ঞান ?

নয়া জামানা ঃ ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা নিয়ে যুগ যুগ ধরে নানা মত ও বিশ্বাস প্রচলিত। হিন্দু শাস্ত্রে সূর্যোদয়ের প্রায় ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট আগে যে সময়কে 'ব্রহ্ম মুহূর্ত' বলা হয়, সেই সময়কে ঘিরে রয়েছে বহু আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ধারণা। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এই সময়কে জ্ঞান অর্জন, ধ্যান, প্রার্থনা ও আত্মবিশ্লেষণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হিসেবে মনে করা হয়।শাস্ত্র অনুযায়ী, 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ পরম জ্ঞান বা সৃষ্টিকর্তা এবং 'মুহূর্ত' মানে নির্দিষ্ট সময়খণ্ড। সেই কারণেই বহু মানুষ এই সময়কে 'ঈশ্বরের সময়' বা 'জ্ঞানের সময়' হিসেবেও উল্লেখ করেন।বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ভোরবেলার পরিবেশ সাধারণত তুলনামূলক শান্ত থাকে,

ফলে মনোযোগ ও মানসিক স্থিরতা বজায় রাখা সহজ হয়। অনেকেই মনে করেন, এই সময় পড়াশোনা, ধ্যান বা ব্যায়াম করলে মনোসংযোগ বাড়তে পারে এবং দিনটি আরও সংগঠিতভাবে শুরু করা সম্ভব হয়।তবে 'ন্যাসেন্ট অক্সিজেন' বেশি থাকা, কাজের ক্ষমতা ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া বা এক ঘণ্টার কাজ চার ঘণ্টার সমান ফল দেওয়া;এমন দাবিগুলির পক্ষে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় বলে মত বিশেষজ্ঞদের। চিকিৎসকরা বরং পর্যাপ্ত ঘুম, নির্দিষ্ট রুটিন এবং নিয়মিত শরীরচর্চার ওপর বেশি গুরুত্ব দেন।মনোবিজ্ঞানীদের মতে, দিনের শুরুতে নিরিবিলি সময় পাওয়া গেলে তা মানসিক চাপ কমাতে, পরিকল্পনা করতে এবং ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

তাই ব্রহ্ম মুহূর্তে ওঠা না হলেও, নিয়মিত ও পর্যাপ্ত ঘুমের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনই সুস্থ থাকার অন্যতম চাবিকাঠি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, ব্যক্তিগত অভ্যাস এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি; এই তিনের সমন্বয়েই 'ব্রহ্ম মুহূর্ত' নিয়ে আলোচনা আজও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

চুল পড়া বন্ধ করে এই কার্যকরী উপায়

নয়া জামানা ঃ বর্তমান ব্যস্ত জীবনযাপন, দূষণ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং মানসিক চাপের কারণে চুল পড়া ও চুলের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার সমস্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও এই সমস্যা এখন সাধারণ হয়ে উঠছে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। চুলের স্বাস্থ্য মূলত নির্ভর করে শরীরের অভ্যন্তরীণ পুষ্টি এবং সঠিক জীবনযাত্রার ওপর। চিকিৎসক ও চুল বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধুমাত্র বাহ্যিক যত্ন নয়, বরং সুষম খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যকর রুটিন চুলের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, মজবুত ও সুস্থ চুলের জন্য প্রোটিন, আয়রন, জিঙ্ক, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন এ সি ও ই সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা জরুরি। ডিম, ডাল, মাছ, সবুজ শাকসবজি এবং বাদামের মতো খাবার চুলের গোড়া মজবুত করতে সহায়তা করে। চুলের যত্নে নিয়মিত তেল মালিশকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। নারকেল তেল, আমলকি তেল বা ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে সপ্তাহে কয়েকদিন মাথার ত্বকে মালিশ করলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়া মানসিক চাপ চুল পড়ার একটি বড় কারণ হিসেবে উঠে আসছে। চিকিৎসকদের মতে, দীর্ঘমেয়াদি চাপ হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে চুলের স্বাস্থ্যে। তাই নিয়মিত ব্যায়াম, যোগব্যায়াম ও পর্যাপ্ত ঘুম মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। চুল বিশেষজ্ঞরা আরও সতর্ক করেছেন যে, হেয়ার ডাই, হিট স্টাইলিং টুলস এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ট্রিটমেন্টের অতিরিক্ত ব্যবহার চুলকে দুর্বল করে তুলতে পারে। তাই এসব ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা আনার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। চুল ধোয়ার ক্ষেত্রেও সঠিক নিয়ম মেনে চলা জরুরি বলে মত বিশেষজ্ঞ দের। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার এবং ধোয়ার পর কন্ডিশনার ব্যবহার চুলের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। প্রাকৃতিক উপাদান যেমন অ্যালোভেরা, মেথি, পেঁয়াজের রস ও ভৃঙ্গরাজ চুলের বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করা হয়। এগুলি নিয়মিত ব্যবহারে চুলের গোড়া মজবুত হয় এবং নতুন চুল গজানোর প্রক্রিয়া উন্নত হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পর্যাপ্ত জলপান শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বজায় রাখে, যা পরোক্ষভাবে স্ক্যাল্পের স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়তা করে।চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা একমত যে, চুলের সুস্থ বৃদ্ধি কেবল বাহ্যিক যত্নের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং সঠিক পুষ্টি, মানসিক স্থিতি এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার সমন্বয়েই তা সম্ভব।

নজরে INSTA

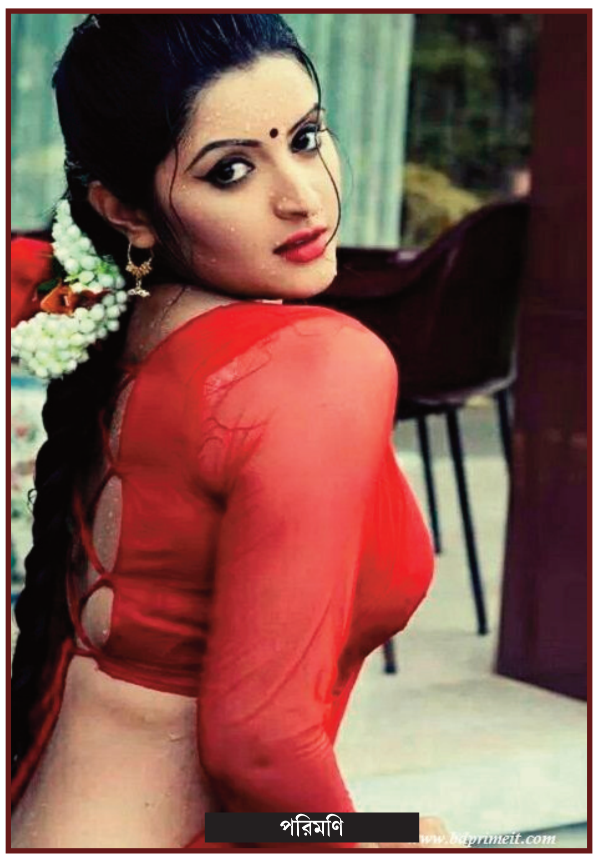

পরিমণি

ঈশাণ্যা

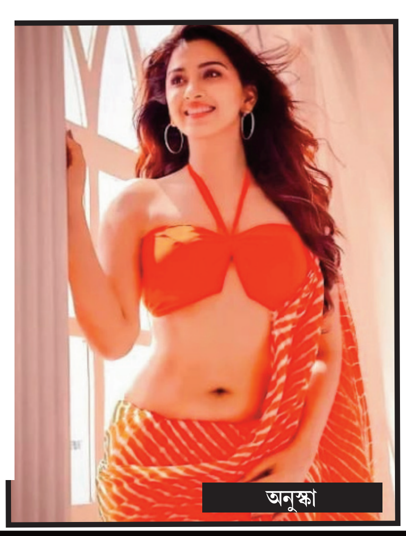
অনুস্কা

পূজা

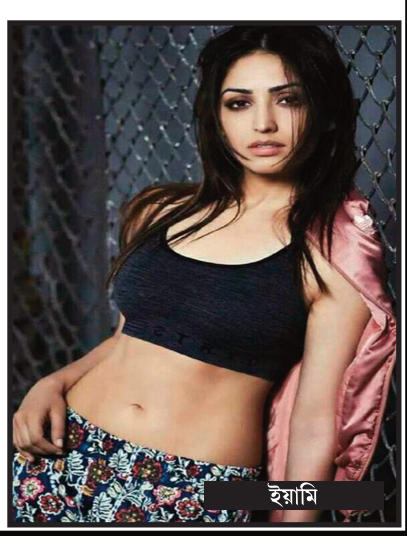
ইয়ামি

চোখের পরিবর্তনেই কি বোঝা যায় ফ্যাটি লিভার ? বাড়ছে উদ্বেগ

নয়া জামানা ঃ ফ্যাটি লিভার এখন আর শুধুমাত্র প্রবীণদের রোগ নয়। অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ, স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং মানসিক চাপের কারণে তরুণদের মধ্যেও দ্রুত বাড়ছে এই সমস্যা। চিকিৎসকদের মতে, উদ্বেগের বিষয় হল;ফ্যাটি লিভার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায়শই কোনো স্পষ্ট উপসর্গ ছাড়াই শরীরের ক্ষতি করে চলে।

লিভার শরীরের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, রক্ত পরিশোধন এবং বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। ফলে লিভারের কার্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটলে তার প্রভাব শরীরের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে চোখে, দেখা দিতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। চিকিৎসকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, চোখের কিছু পরিবর্তন শরীরের ভেতরের সমস্যার ইঙ্গিত দিতে পারে। যেমন;

চোখের সাদা অংশে হলদেটে ভাব

চোখের সাদা অংশে হলুদ আভা দেখা গেলে তা জন্ডিসের লক্ষণ হতে পারে। লিভারের উপর অতিরিক্ত চাপ বা বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গেলে এই উপসর্গ দেখা দেয়। এটি গুরুতর লিভার সমস্যার ইঙ্গিতও হতে পারে, তাই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

চোখে শুষ্কতা ও জ্বালাভাব

বারবার চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া বা জ্বালাভাব অনুভব করা শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রদাহ বা বিপাকীয় ভারসাম্যহীনতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

চোখের নিচে কালো দাগ

পর্যাপ্ত বিশ্রামের পরেও যদি চোখের নিচের কালো দাগ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা দীর্ঘমেয়াদি ক্লান্তি বা লিভারের সমস্যার সম্ভাব্য ইঙ্গিত হতে পারে।

চোখের চারপাশে ফোলাভাব

চোখের পাতা বা চারপাশে অস্বাভাবিক ফোলাভাব শরীরে তরল জমার লক্ষণ হতে পারে, যা লিভারের কার্যকারিতার অবনতির সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে।

ঝাপসা দৃষ্টি

কিছু ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভারের সঙ্গে ঝাপসা দেখার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে যাঁরা ডায়াবেটিস বা মেটাবলিক সিনড্রোমে আক্রান্ত।

চিকিৎসকদের মতে, ফ্যাটি লিভারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল এর প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় উপসর্গহীন থাকা। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বা লিভার ফাংশন টেস্টের মাধ্যমে এটি ধরা পড়ে।

বিশেষজ্ঞরা জানান, স্থূলতা, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, অতিরিক্ত মিষ্টি ও জাঙ্ক ফুড গ্রহণ এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এই রোগের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকেন।

তাঁদের পরামর্শ, চোখের পরিবর্তন, দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি বা শরীরে অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। পাশাপাশি সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ ফ্যাটি লিভার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চিকিৎসকদের একাংশের মতে, চোখের উপসর্গ মানেই ফ্যাটি লিভার;এমনটা নয়।

কিনছেন কেন ? বাড়িতেই সহজ পদ্ধতিতে বানিয়ে নিন ছাতু

নয়া জামান ঃ ছাতু হলো ভাজা ডাল বা শস্য গুঁড়ো করে তৈরি একটি পুষ্টিকর খাদ্য। গরমকালে এটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়, কারণ এটি শরীর ঠান্ডা রাখে এবং শক্তি দেয়। খুব সহজেই বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছাতু তৈরি করা যায়। ছাতু খেলে পেট ঠান্ডা থাকে এবং হিট স্ট্রোকেরও ঝুঁকি কমে। বাজারে কিনতে পাওয়া অনেক ছাতুতেই ভেজাল থাকে। তাই বাড়িতেই ছাতু বানানোর পদ্ধতি জেনে নিন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

ছোলা (বুট) , ৫০০ গ্রাম

সামান্য যব বা গম (ঐচ্ছিক) , ১০০ গ্রাম,একটি কড়াই

মিক্সার গ্রাইন্ডার বা শিল-নোড়া

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে ছোলা ভালো করে বেছে নিন যাতে কোনো পাথর বা ময়লা না থাকে। এরপর পরিষ্কার জলে একবার ধুয়ে নিন এবং রোদে বা কাপড়ে মেলে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন। এবার একটি কড়াই মাঝারি আঁচে গরম করুন। শুকনো কড়াইয়ে ছোলাগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে থাকুন। প্রায় ১০-১৫ মিনিট ভাজতে হবে। ছোলাগুলো যখন হালকা বাদামি রঙের হবে এবং সুন্দর গন্ধ বের হবে, তখন বুঝবেন সেগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়েছে। চাইলে একইভাবে সামান্য যব বা গমও ভেজে নিতে পারেন।ভাজা ছোলাগুলো ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করুন। অনেক সময় ছোলার খোসা আলাদা হয়ে যায়, চাইলে চালুনি দিয়ে ছেঁকে খোসা ফেলে দিতে পারেন। এতে ছাতু আরও মিহি ও মোলায়েম হবে।গুঁড়ো হয়ে গেলে সেটিকে একটি শুকনো বয়াম বা কাচের জারে ভরে রাখুন।

এতে আর্দ্রতা ঢুকবে না এবং ছাতু দীর্ঘদিন ভালো থাকবে।ছাতু দিয়ে নানাভাবে খাবার তৈরি করা যায়। ঠান্ডা পানিতে ছাতু, লবণ, লেবু ও পেঁয়াজ মিশিয়ে শরবত বানানো যায়। আবার দুধ,

চিনি বা গুড় দিয়েও মিষ্টি ছাতু খাওয়া যায়।বাড়িতে তৈরি ছাতু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, পুষ্টিকর এবং বাজারের ছাতুর তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। নিয়মিত ছাতু খেলে শরীর শক্তিশালী থাকে এবং গরমের ক্লান্তিও কমে।

তৃণমূল একটা গ্যাং,ভবিষ্যৎ নেই

‘মমতার কংগ্রেসে ফেরাই ভালো’, বাগডোগরায় বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

নয়া জামানা ।। শিলিগুড়ি

বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপির প্রবীণ নেতা দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের চিলাপাতা সফরে যাওয়ার পথে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নিয়ে একপ্রকার ভবিষ্যৎবাণী করেন। দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখন কংগ্রেসে যোগদান করাই শ্রেয়। ঘুরেফিরে তাঁকে শেষ পর্যন্ত সেই পুরোনো দলেই ফিরতে হবে, কারণ তৃণমূলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব আর বেশিদিন টিকবে না। সম্প্রতি তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সায়নী ঘোষ এবং লোকসভার সাংসদ ইউসুফ পাঠানকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি নেতা ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলেন, তআরও পুরো স্কোর হোক।দ তাঁর দাবি, তৃণমূলে ভাঙন ও দলত্যাগের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা তিনি অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন। দিলীপ ঘোষের কথায়, যেদিন এই দলটা নির্বাচনে বড়সড় ধাক্কা খাবে, সেদিনই পার্টির অস্তিত্ব চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। এমনকি পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছাবে যে নেতাদের দৌড়ে মানুষ মাড়াবে এবং বর্তমানে রাজ্যে ঠিক সেই পরিস্থিতিই তৈরি হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে একটি রাজনৈতিক দলের পরিবর্তে ‘গ্যাং’-এর সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, দলটা এতদিন একটা গ্যাংয়ের মতো চলেছে। নানা ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থে অনেকেই এই দলে এসেছিলেন। কিন্তু এখন যারা নিজেদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত দেখছেন, তারা একে একে দল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

দলের অভ্যন্তরীণ সংকটের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিয়েও এদিন ক্ষোভ উগরে দেন এই বিজেপি নেতা। তিনি অভিযোগ করেন, উত্তরবঙ্গের মহকুমা পরিষদগুলিতে এখনও পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর চরম অভাব রয়েছে। গ্রামীণ স্তরে সাধারণ মানুষ সঠিক পরিষেবা পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্রুত একটি বৈঠক করা হবে বলে জানান তিনি। সেখানে বিভিন্ন সমস্যাগুলি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে মহকুমা পরিষদগুলিকে আরও কার্যকর, স্বাবলম্বী ও শক্তিশালী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এদিন সস্ত্রীক বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর দলীয় কর্মীদের সংবর্ধনা শেষে তিনি চিলাপাতার উদ্দেশে রওনা দেন। লোকসভা নির্বাচনের পর উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে দিলীপ ঘোষের এমন চাঁছাছোলা মন্তব্যকে ঘিরে স্বভাবতই এই অঞ্চলের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও চর্চা শুরু হয়েছে।

নদী যখন বাধা, সোলাই তখন ভরসা ! সাঁকো ভাঙলেও স্কুলে যাচ্ছে জলপাইগুড়ির পড়ুয়ারা

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ টানা বৃষ্টির জেরে জলপাইগুড়ির সুটুঙ্গা নদীর ওপর তৈরি বাঁশের সাঁকোটি আচমকাই ভেসে গিয়েছে। এর ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন সাপটিবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অভয়চরণ বুথ এলাকার কয়েকশো সাধারণ মানুষ। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও, তা কিন্তু দমাতে পারেনি এলাকার খুদে পড়ুয়াদের শিক্ষার অদম্য ইচ্ছেকে। সমস্ত প্রতিকূলতা আর ভয়কে জয় করে প্রতিদিন নিয়ম করে স্কুলে পৌঁছানোর জন্য এক অভিনব পথ বেছে নিয়েছে তারা। সোলা দিয়ে তৈরি এক অস্থায়ী নৌকাই এখন তাদের একমাত্র ভরসা। গত বৃহস্পতিবার দেখা গেল এক অনন্য ও একই সঙ্গে বুক কাঁপানো দৃশ্য। হাতে বই-খাতা আর পিঠে স্কুলব্যাগ নিয়ে, সোলার তৈরি ওই ছোট নৌকায় চেপে নদী পার হচ্ছে ক্ষুদে ছাত্রছাত্রীরা। একটু অসাবধান হলেই ঘটে যেতে পারে বড় বিপদ, কিন্তু স্কুলের পড়ার ক্ষতি এড়াতে এই ঝুঁকি নিতেই বাধ্য হচ্ছে তারা। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, সুটুঙ্গা নদীর ওপর একটি স্থায়ী সেতুর জন্য প্রশাসনের কাছে বহুবার দরবার করা হয়েছে।

কিন্তু বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও সেই দাবি আজও পূরণ হয়নি। ফলে প্রতি বর্ষায় সাঁকো ভেসে গেলেই গ্রামটি কার্যত বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয়। বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও খুদে পড়ুয়াদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার এই লড়াই একদিকে যেমন গ্রামবাসীদের মনে গভীর কষ্টের জন্ম দিয়েছে, ঠিক অন্যদিকে তাদের জেদ ও ইচ্ছাশক্তিকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন সকলে। তবে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে স্থায়ী মুক্তি পেতে এবং সন্তানদের নিরাপদে স্কুলে পাঠাতে আবারও একটি পাকা সেতুর দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। প্রসাশন এবার সদর্থক ভূমিকা নেয় কিনা, সেটাই দেখার।

ফালাকাটায় মেয়াদোত্তীর্ণ ও তামাকজাত পণ্যের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান, জরিমানা ৮ ব্যবসায়ীকে

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ শহরের বাজারগুলিতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এক বড়সড় অভিযানে নামল জেলা প্রশাসন। ফালাকাটা এলাকায় মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার এবং বেআইনি তামাকজাত পণ্যের বিক্রি রুখতে যৌথভাবে এই বিশেষ অভিযান চালায় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের টোবাকো কন্ট্রোল ইউনিট এবং ফুড সেফটি বিভাগ। বৃহস্পতিবারের এই অভিযানে কোনো রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে তাদের সঙ্গে ছিল ফালাকাটা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। অভিযান চলাকালীন শহরের বিভিন্ন প্রান্তের দোকান ও বাজারে তল্লাশি চালানো হয়। যে সমস্ত দোকানি প্রকাশ্যে আইন অমান্য করে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করছিলেন, তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে গরমের মরসুমে রমরমিয়ে চলা বিভিন্ন দোকানে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর মেয়াদোত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয় উদ্ধার করেন আধিকারিকরা, যা তৎক্ষণাৎ জব্দ করা হয়। খাবারের গুণমান বজায় রাখতে দলটির নজর ছিল স্থানীয় হোটেল ও মিষ্টির দোকানগুলির ওপরেও। সেখানে পরিদর্শনের সময় চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রী নজরে আসায়, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে ফেলে দেওয়া হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো রকম আপস করা হবে না। সব মিলিয়ে, সরকারি স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করা এবং মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া খাবার বিক্রির অপরাধে হাতেনাতে ধরে মোট ৮ জন ব্যবসায়ীকে মোটা টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্রশাসনের এই আকস্মিক ও কঠোর পদক্ষেপে ফালাকাটার ব্যবসায়ী মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় আগামী দিনেও এই ধরণের কড়া নজরদারি ও অভিযান জারি থাকবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথের পর এবার আনন্দচন্দ্র কলেজ ইউনিয়ন রুমে মিলল মদের বোতল ও ছেলেমেয়েদের পোশাক

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পর এবার একই রকম চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে। কলেজের বন্ধ ইউনিয়ন রুম থেকে প্রচুর পরিমাণে মদের বোতল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র আলোড়ন ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি শহরে। শুধু মদের বোতলই নয়, ওই বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের জামাকাপড়ও উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজের নিরাপত্তা ও অন্দরের পরিবেশ নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এবিভিপি-র জলপাইগুড়ি শহর ব্লকের কনভেনর বিনায়ক দাস জানান, মঙ্গলবার কলেজের ওই বন্ধ ইউনিয়ন রুমের দরজা খোলার পর দেখা যায়, ভেতরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র মদের বোতল।

এমনকি মদের আস্ত পেটিও সেখানে পড়ে থাকতে দেখা গেছে, যা দেখে তাঁদের অনুমান;নিয়মিত পেটি করেই সেখানে মদ আনা হতো। এছাড়া ঘরের ভেতর ছেলে ও মেয়েদের পোশাক মেলায় ইউনিয়ন রুমের আড়ালে ঠিক কী ধরনের কাজকর্ম চলত, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা তুঙ্গে। এবিভিপি-র দাবি, গোটা ঘটনার ভিডিও রেকর্ডিং তারা কলেজ কর্তৃপক্ষকে দেখিয়েছে এবং তা দেখে খোদ অধ্যক্ষও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এদিকে এই ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গেলেও মুখে কুলুপ এঁটেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশিস দাসকে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানার জন্য বারবার ফোন এবং মেসেজ করা হলেও তাঁর তরফ থেকে কোনো উত্তর মেলেনি। অন্যদিকে,
বিষয়টি নিয়ে চুপ রয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদও (টিএমসিপি)। সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য কমিটির সদস্য দেবজ্যোতি সরকার এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। পাশাপাশি, টিএমসিপি-র প্রাক্তন জেলা সভাপতি গৌরব সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে জানা যায় তিনি বাড়িতে নেই। ফলে, শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের কোনো প্রতিক্রিয়াও মেলেনি। ঘটনার জল কতদূর গড়ায়, এখন সেটাই দেখার।

খড়িবাড়িতে শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ১

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ি থানা এলাকায় এক শিশুকে ফুসলিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে জীবন কৃষ্ণ রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, ধৃত জীবন কৃষ্ণ নিজের সন্তানের সঙ্গে খেলার ছলে ওই নির্যাতিতা শিশুকন্যাকে খাবার দেওয়ার লোভ দেখিয়ে নিজের বাড়িতে ডেকে নেয়। সেখানেই সে শিশুটির ওপর যৌন নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ। সম্প্রতি শিশুটির শারীরিক কিছু সমস্যা দেখা দিলে পরিবারের লোকজন বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং তাদের মধ্যে সন্দেহের দানা বাঁধে। এরপর নির্যাতিতার পরিবার অভিযুক্তের বাড়িতে প্রতিবাদ জানাতে গেলে তাদের উল্টে গালিগালাজ ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। নিরুপায় হয়ে পরিবারটি খড়িবাড়ি থানার দ্বারস্থ হয়।

লিখিত অভিযোগ পেয়েই পুলিশ তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্ত জীবন কৃষ্ণ রায়কে গ্রেফতার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে আজ তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, নির্যাতিতা শিশুর শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে নির্যাতিতার পরিবার।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে অপসারিত গিতালদহ ১ নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের গিতালদহ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান সুনম কালোয়ারকে তলবি সভার মধ্য দিয়ে পদ থেকে অপসারণ করা হল। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন পঞ্চায়েতের ৯ জন সদস্য। বৃহস্পতিবার কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে আয়োজিত তলবি সভায় অনাস্থা প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই পঞ্চায়েতের প্রধান পদের উপ-নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করবে ব্লক প্রশাসন। ১৫ আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিগত নির্বাচনে তৃণমূল ১৩টি আসনে জয়লাভ করেছিল। বাকি দুটির মধ্যে একটি জাতীয় কংগ্রেস ও একটি নির্দল প্রার্থী পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তৃণমূলের টিকিটে সুনম কালোয়ার প্রধান নির্বাচিত হলেও, দলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। মাঝেমধ্যেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। সম্প্রতি বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর এই কোন্দল আরও চরম আকার ধারণ করে। এরপরই ৯ জন সদস্য প্রধানের বিরুদ্ধে দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্যের কাছে অনাস্থা জমা দেন। বৃহস্পতিবারের সভায় উপস্থিত ওই ৯ জন সদস্যই অনাস্থার পক্ষে ভোট দেওয়ায় প্রধান অপসারিত হন। বিশেষ সূত্রে খবর, তপশিলি জাতি সংরক্ষিত এই প্রধান পদে এবার কংগ্রেসের সদস্য সুমিত্রা বর্মন বসতে পারেন।

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস ও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা নীহার বড়ুয়া

নয়া জামানা, তুফানগঞ্জ ঃ কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি নীহার বড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। তিনি তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তথা কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ চৈতি বর্মন বড়ুয়ার ছেলে। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই নীহার এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। অবশেষে বুধবার রাতে আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ি থেকে তাঁকে ধরা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত নেতার বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস, চুরির চেষ্টা ও বাড়িঘর ভাঙচুরের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। গ্রেপ্তারের পর বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিজেপির কর্মীরা ভিড় জমালে,

অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে নীহারকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। এই বিষয়ে বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভার কনভেনার বিমল পাল দাবি করেন, নীহার এলাকায় জোরপূর্বক তোলাবাজি, দুর্নীতি এবং বিজেপি কর্মীদের মারধর ও ঘরবাড়ি ভাঙচুরের সাথে যুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে,
ছেলের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক বলে দাবি করেছেন তাঁর মা চৈতি বর্মন বড়ুয়া। বৃহস্পতিবার ধৃতকে তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে, সরকারি আইনজীবী সঞ্জীব কুমার বর্মন জানান যে বিচারক নীহারকে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

৫
১২ জুন ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

পদ্মশ্রী কার্তিক মহারাজকে বুনিয়াদপুরে সম্বর্ধনা

দিলীপকুমার তালুকদার,নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গঙ্গারামপুরে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে বুনিয়াদপুরে ভারত সেবাশ্রমের শ্রদ্ধেয় স্বামীজী পদ্মশ্রী কার্তিক মহারাজকে ফুল ও মালা দিয়ে বরণ করে নিলেন গঙ্গারামপুরের হিন্দু মিলন মন্দিরের একদল সদস্য।জানা গেছে,শুক্রবার সেগাটোলা হিন্দু মিলন মন্দিরের বার্ষিক উৎসব ও ধর্মীয় সম্মেলনে যোগ দিতে এদিন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর থেকে গঙ্গারামপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন পদ্মশ্রী স্বামী কার্তিক মহারাজ।তাকে বুনিয়াদপুরে স্বাগত জানাতে বিকাল থেকেই বুনিয়াদপুরের পিরতলায় অপেক্ষা করছিলেন গঙ্গারামপুরের বিশিষ্ট সমাজসেবী ঈশ্বর সরকারের নেতৃত্বে হিন্দু মিলন মন্দিরের একদল স্বেচ্ছাসেবক।সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ তার কনভয় বুনিয়াদপুরের পিরতলায় পৌঁছালে উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবকরা এবং বুনিয়াদপুরের প্রচুর জনসাধারন তাকে ফুলের স্তবক প্রদান করে শ্রদ্ধা জানান।মিনিট দশেক বুনিয়াদপুরে কাটানোর পর পদ্মশ্রী কার্তিক মহারাজ গঙ্গারামপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে তাকে বাইক র্যালি করে গঙ্গারামপুরের দিকে যাত্রা করেন হিন্দু মিলন মন্দিরের স্বেচ্ছাসেবকরা।।

গঙ্গারামপুর হিন্দু মিলন মন্দিরের পক্ষে আইনজীবি বরুন মজুমদার বলেন, শুক্রবার সকালে গঙ্গারামপুর হিন্দু মিলন মন্দির থেকে স্বামীজীকে নিয়ে বিশাল এক বর্ণাঢ্য মিছিল সেগাটোলা হিন্দু মিলন মন্দির পর্যন্ত যাবে।তার পর সেখানে মিলন মন্দিরের বার্ষিক উৎসব এবং ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।সেখানে ভক্তদের মাঝে স্বামী কার্তিক মহারাজ ধর্মীয় বক্তব্য রাখবেন এবং দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক নরনারীদের দীক্ষা প্রদান করবেন।

আবাসের টাকাতে কাটমানির অভিযোগ, কাউন্সিলরের বাড়িতে ডিম-কাদা ছুড়ল বিক্ষুব্ধ জনতা

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ সরকারি প্রকল্প পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ, প্রাক্তন কাউন্সিলর পুষ্পা মজুমদারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভে উত্তাল ৭ নম্বর ওয়ার্ড। রায়গঞ্জ শহরে ফের প্রকাশ্যে এল জনঅসন্তোষের বিস্ফোরণ। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি আবাসন, শৌচাগার ও অন্যান্য সরকারি প্রকল্প পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রায়গঞ্জ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর পুষ্পা মজুমদারের বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ কাউন্সিলর থাকাকালীন বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কারও কাছ থেকে ১০ হাজার, কারও কাছ থেকে ২০ হাজার, আবার কারও কাছ থেকে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও সেই প্রতিশ্রুত ঘর বা সরকারি সুবিধা বাস্তবে মেলেনি। এই অভিযোগকে সামনে এনে এলাকার বাসিন্দা উষা চৌহানসহ একাধিক ব্যক্তি সরব হন। তাঁদের দাবি, বহুবার দরবার করেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় ক্ষোভ চরমে পৌঁছেছে।

সেই ক্ষোভ থেকেই বৃহস্পতিবার প্রাক্তন কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। বিক্ষোভ চলাকালীন ডিম ও কাদা ছোড়ার ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সরকার পরিবর্তনের পর একের পর এক জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও কাটমানির অভিযোগ সামনে আসছে। কোথাও ডিম, কোথাও কাদা, কোথাও আবার তীব্র জনরোষের মুখে পড়তে হচ্ছে প্রাক্তন জনপ্রতিনিধিদের। রায়গঞ্জের ঘটনাও সেই ধারাবাহিকতারই অংশ বলে মনে করছেন অনেকেই। স্থানীয়দের একাংশের প্রশ্ন, দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভার শীর্ষ পদে থাকা তৎকালীন পৌরপতি সন্দীপ বিশ্বাস ও উপ-পৌরপতি অরিন্দম সরকার কি এই ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? যদি এত অভিযোগ ছিল, তবে কেন কোনও তদন্ত বা পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি? যদিও এই অভিযোগগুলির কোনও সরকারি প্রমাণ এখনও সামনে আসেনি। এলাকার সাধারণ মানুষের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, আবর্জনা সমস্যা ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে জর্জরিত রায়গঞ্জ পৌরসভা। নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে বলেই আশা করছেন তাঁরা। সিনেমার বিখ্যাত সংলাপ; পুষ্পা ঝুঁকেগা নেহি। কিন্তু রায়গঞ্জের রাজনৈতিক বাস্তবতায় আজ সেই নাম ঘিরেই উঠছে অন্য প্রশ্ন। জনরোষের সামনে কি সত্যিই চাপে পড়লেন রায়গঞ্জের পুষ্পা? উত্তর খুঁজছে শহরবাসী। তবে উল্লেখ্য, অভিযোগগুলি সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্যের ভিত্তিতে। সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে পুষ্পা মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁর বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তাঁরা শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন।

পাঁচ দফা দাবিতে চাঁচল মহকুমা প্রশাসককে এসইউসিআই এর ডেপুটেশন

উমার ফারুক,নয়া জামানা,মালদা ঃ মালদহের চাঁচল সদরে বৃহস্পতিবার এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষে বিক্ষোভ মিছিল ও চাঁচল মহকুমা প্রশাসনকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। জানা গিয়েছে, এদিন চাঁচল সদর এলাকার রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। রাস্তা পরিক্রমা করার পর চাঁচল মহকুমা শাসককে পাঁচ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের জেলা কমিটির সদস্য উজ্জ্বলেন্দু সরকার, চাঁচল লোকাল কমিটির সম্পাদক কালীচরণ রায়, ঝন্টু কুমার রবিদাস ও রকিব হোসেন, হরিশ্চন্দ্রপুর লোকাল কমিটির সদস্য রবীন্দ্র রাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।এই প্রসঙ্গে দলের জেলা কমিটির সদস্য উজ্জ্বলেন্দু সরকার জানান, নবনির্বাচিত রাজ্য সরকার পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠনের আগেই কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষার্থে যেভাবে নির্বিচারে বুলডোজার দিয়ে হকার ও বস্তি উচ্ছেদ করে চলেছে তা যথেষ্ট উদ্বেগ জনক। বিকল্প ব্যবস্থা না করে এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের এখনো পর্যন্ত কোন দিশা না দেখিয়ে এই 'বুলডোজার শাসন 'এক অর্থে গোটা রাজ্যে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে।দলের পক্ষে দাবি করা হয়, পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমানোর পরিবর্তে গ্যাসের ভর্তুকী তুলে দিয়ে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে সরকার জনজীবনকে আরো বিপন্ন করে তুলল।শিক্ষা ধ্বংসকারী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্রয়োগ আমাদের স্তম্ভিত করে তুলেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এসআইআর - এর মাধ্যমে যে ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম অমীমাংসিত হয়ে রয়েছে এবং তারা যে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তা কোন অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না। এই প্রেক্ষাপটে দলের দাবি সমুহ হল, বিকল্প ব্যবস্থা না করে হকার ও রেল বস্তি উচ্ছেদ করা চলবে না।পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি করা চলবে না। শিক্ষা ধ্বংসকারী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল করতে হবে। স্মার্ট মিটার বসানো চলবে না। ২৭ লক্ষ অমীমাংসিত ভোটারের বিষয় শীঘ্রই সমাধান করতে হবে।

বামনগোলায় তৃণমূল নেতা তথা প্রধান শিক্ষককে ঘিরে 'ডিম থেরাপি'

অপূর্ব বর্মন, নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদহের বামনগোলা ব্লকের পারহবিনগর এলাকায় তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমল কিস্কুকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি বিদ্যালয়ে আসতেই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা তাঁকে লক্ষ্য করে 'চোর চোর' স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি ডিম ছোড়েন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। উল্লেখ্য, অমল কিস্কু মালদহের হবিবপুর বিধানসভার প্রাক্তন তৃণমূল প্রার্থী এবং আরটিএ সদস্য।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই তৃণমূলের এই নেতা বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসতেন না। ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষতি করে তিনি 'নেতাগিরি' করে বেড়াতেন বলে দাবি গ্রামবাসীদের। প্রধান শিক্ষকের এই অনুপস্থিতি নিয়ে ইতিপূর্বে একাধিকবার প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ এবং গণস্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন প্রশাসন কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের।জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন পর বৃহস্পতিবার সকালে অমল কিস্কু পারহবিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছতেই গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়েন। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা স্কুলের গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর দেওয়া হয় থানায়। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় ভিলেজ পুলিশ। নিরাপত্তার স্বার্থে তারা অমল কিস্কুকে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।বিক্ষোভকারী স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন,একজন শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের শিক্ষা না দিয়ে উনি দলবাজি করে বেড়াতেন। স্কুলের দিকে ওঁর কোনও খেয়াল ছিল না। বারবার জানিয়েও যখন প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়নি, তখন আমাদের বাধ্য হয়েই পথ আটকাতে হয়েছে। আমরা ওঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছি।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এই সমস্ত অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা অমল কিস্কুর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েতের দাবিতে বিজেপির ডেপুটেশন

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গঠন ও বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ তুলে আগডিমটি-খন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। বৃহস্পতিবার ইসলামপুর ব্লকের ওই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর পাঁচ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন দলের নেতা-কর্মীরা।বিজেপির অভিযোগ, আবাস যোজনা, শৌচালয় নির্মাণ প্রকল্প, 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচি এবং পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। পাশাপাশি ২০১৮ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েতের আর্থিক হিসাবের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন দলীয় নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, প্রকৃত উপভোক্তারা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বজনপোষণের অভিযোগও সামনে আসছে।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর শহর মণ্ডল সভাপতি চিত্রজিৎ রায়, জেলা সহ-সভাপতি সুরজিৎ সেন, বিজেপি নেতা ভবেশ চন্দ্র সিংহ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিক্ষোভ সভা থেকে বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেন, উত্থাপিত অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে প্রশাসনকে।দাবিপত্র জমা দেওয়ার পর বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী সাত দিনের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না মিললে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় ঘেরাও ও অচল করার মতো পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।অন্যদিকে, পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জমা পড়া অভিযোগ ও দাবিগুলি খতিয়ে দেখে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তা। রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

নিয়োগ, বকেয়া ডিএ ও বদলি নীতির স্বচ্ছতার দাবিতে জেলাশাসককে ঐক্য মঞ্চের ডেপুটেশন

সাজাহান আলি, নয়া জামানা,দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ টেট পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দান,অবিলম্বে বকেয়া ডিএ ঘোষণা, নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তি প্রদান সহ একগুচ্ছ দাবিতে বুধবার বিকেলে ডেপুটেশন দিল বামপন্থী শিক্ষক-শিক্ষা কর্মী ঐক্য মঞ্চ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়ার আগে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়।এ দিনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিল এবিটিএ, সারা বাংলা শিক্ষক সমিতি,এবিপিটি এর কয়েকশো শিক্ষক - শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীবৃন্দ। এদিনের ডেপুটেশন কর্মসূচির প্রাক্কালে বালুরঘাটে মিউজিয়ামের সামনে এক পথসভায় সংগঠন সমূহের তরফে নিজেদের পেশাগত দাবি-দাওয়া তুলে ধরে বিক্ষোভ প্রদর্শন পথসভা করা হয়। বামপন্থী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের সংগঠন ঐক্য মঞ্চের তরফে এদিন যে সমস্ত দাবি জোরালো ভাবে তুলে ধরা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল - কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের টেট পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দান , অবিলম্বে বকেয়া ডি এ প্রদান, মিড-ডে মিলের বরাদ্দ বৃদ্ধি, নিয়োগ ও বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে যারা দুর্নীতিগ্রস্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাস্তি প্রদান ইত্যাদি।

রামগঞ্জে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের, ব্যাহত যান চলাচল

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ দীর্ঘদিন ধরে রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন পিডব্লিউডি রাস্তার বেহাল অবস্থা এবং জলনিকাশি সমস্যার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রামগঞ্জ হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন আশাকর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ে, যার ফলে রোগী, গর্ভবতী মহিলা, স্কুল-কলেজের পড়ুয়া এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়।স্থানীয়দের দাবি, এই রাস্তার দুরবস্থা নতুন নয়। অতীতেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং টোটোচালকরা একাধিকবার রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন। টোটোচালকদের অভিযোগ, রাস্তার বড় বড় গর্ত ও জল জমার কারণে প্রায়শই দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। অনেক সময় টোটো উল্টে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। শুধু তাই নয়, জলমগ্ন রাস্তায় পড়ে গিয়ে আহত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে পড়ুয়াদের মধ্যেও।আইসিডিএস ও আশাকর্মীদের বক্তব্য, রামগঞ্জ হাসপাতালের সামনে জল জমে থাকায় রোগী পরিবহনে ব্যাপক সমস্যা হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা ও জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। বারবার প্রশাসনের নজরে বিষয়টি আনা হলেও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় তাঁরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছেন।বিক্ষোভের জেরে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং রাস্তার দু'ধারে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রামগঞ্জ আউটপোস্টের পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভকারীরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন।এলাকার বাসিন্দাদের একটাই দাবি;বর্ষার মরশুমে ভোগান্তি এড়াতে দ্রুত রাস্তা সংস্কার এবং কার্যকর জলনিকাশি ব্যবস্থার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। বছরের পর বছর ধরে চলা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান চান রামগঞ্জবাসী।

টাকার লোভে বৃদ্ধা দিদাকে খুনের অভিযোগ, চাঁচলে গ্রেপ্তার নাতি

স্বরূপ সাহা, নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদার চাঁচলে টাকার লোভে নিজের সত্তরোর্ধ্ব দিদাকে খুন করার অভিযোগে নাতিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত নাতি সংগ্রাম দাসকে গ্রেপ্তার করেছে। বৃহস্পতিবার তাকে চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত সংগ্রাম দাসের বাড়ি চাঁচল থানার কলিগ্রাম এলাকায়। গত ১ জুন কলিগ্রাম দক্ষিণপাড়ায় নিজের বাড়ির শোওয়ার ঘর থেকে বৃদ্ধা আরতী দাসের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ধারালো সাঁড়াশি জাতীয় বস্তু দিয়ে আঘাত করে তাঁকে খুন করা হয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে চাঁচল থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তের প্রথম থেকেই পরিবারের সদস্যদের উপর সন্দেহের নজর ছিল। পরে নাতি সংগ্রাম দাসকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে খুনের কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশ দাবি করেছে।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অর্থের লোভেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। তবে ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ বা অন্য কারও যোগসাজশ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই নৃশংস ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

মুর্শিদাবাদ

নয়া জামানা

স্বস্তির বৃষ্টি,ভ্যাপসা গরম থেকে খানিকটা মুক্তি

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ দীর্ঘ কয়েকদিনের প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার পর অবশেষে জঙ্গিপুরে নামল স্বস্তির বৃষ্টি। বৃষ্টির ফোঁটায় কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সাধারণ মানুষ। দুপুরের পর হঠাৎ আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামতেই রাস্তাঘাটে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। অনেক পথচলতি মানুষ বৃষ্টিতে ভিজে উপভোগ করেন প্রকৃতির এই পরিবর্তন। বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে আনন্দ করার প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ মানুষজন বৃষ্টিকে স্বাগত জানান হাসিমুখে। তবে চিকিৎসকদের মতে, এই সময় বৃষ্টিতে ভিজলে সর্দি-কাশি, জ্বর ও বিভিন্ন ভাইরাল সংক্রমণের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। তাই বৃষ্টিতে ভেজার পর দ্রুত শুকনো পোশাক পরা ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।পথচলতি জনি শেখ ও রাসেল শেখ জানান, গত কয়েকদিনের গরমে খুব কষ্ট হচ্ছিল। বৃষ্টি নামতেই আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। ভ্যাপসা গরম থেকে রেহাই পেতেই আমরা বৃষ্টিতে ভিজছিলাম। অনেক ভালো লাগছে।বৃষ্টির ফলে আবহাওয়ায় কিছুটা শীতলতা ফিরে এসেছে। যদিও কৃষক ও সাধারণ মানুষ আশা করছেন, আগামী দিনেও এমন বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে গরমের তীব্রতা আরও কমবে এবং জনজীবনে স্বস্তি ফিরবে।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার যুবক

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ রানীনগরে পুলিশের তৎপরতায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম রেন্টু শেখ (২৪)। তার বাড়ি রানীনগর থানার রামচন্দ্রপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে রানীনগর থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামের মাঠ সংলগ্ন এলাকায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। তার আচরণ ও গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশ তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পরে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একটি ৭ এমএম আগ্নেয়াস্ত্র, একটি ম্যাগাজিন এবং তিনটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজের বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় রেন্টু শেখকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অস্ত্র ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে চেষ্টা করছে, এই অস্ত্র কোথা থেকে এসেছে এবং এর সঙ্গে অন্য কোনও ব্যক্তি বা চক্র জড়িত রয়েছে কি না। সেই সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করেছে রানীনগর থানার পুলিশ। ধৃতকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। জেলা পুলিশ জানিয়েছে, অপরাধ দমনে তারা কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। গত এক সপ্তাহ ধরে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় পুলিশ ও স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও বোমা উদ্ধার করেছে। আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বাংলার বৃহত্তম টাঁকশালের স্মৃতি

নয়া জামানা ঃ গঙ্গার পলিতে ঢাকা পড়েছে ইতিহাস। অথচ এক সময় এই মাটির নিচেই স্পন্দিত হতো বাংলার অর্থনীতির হৃদপিণ্ড। মুর্শিদাবাদের এলাহিগঞ্জে মাটি খুঁড়তে গিয়ে শ্রমিকের কোদালে হঠাৎই বেজে উঠেছিল ধাতব শব্দ। মাটির জালা ভর্তি মোহর দেখে চমকে উঠেছিলেন সকলে। সেই মোহর পরীক্ষার পর রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নিশ্চিত করেছে, এগুলি মুর্শিদাবাদের নিজস্ব টাকশালের তৈরি। উদ্ধার হওয়া সেই পঁয়ষট্টিটি মোহর এখন ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ও জগৎশেঠ মানিকচাঁদের হাতে গড়া সেই টাকশালই ছিল এক সময় বাংলার বৃহত্তম মুদ্রা তৈরির কেন্দ্র। দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ যখন 'মুকসুদাবাদের' নাম বদলে 'মুর্শিদাবাদ' রাখলেন, তখনই তিনি এক বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের স্বপ্ন বুনেছিলেন। সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী মানিকচাঁদকে। সুদূর পাটনা বা ঢাকা থেকে মুদ্রা আনিয়ে ব্যবসা চালানো ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। সেই সমস্যা মেটাতেই জন্ম নিল মুর্শিদাবাদের এই ঐতিহাসিক টাকশাল। মূলত মানিকচাঁদের কুঠির বিপরীত দিকে গঙ্গার তীরেই এটি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

কালক্রমে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় আলমগীর ও দ্বিতীয় শাহ আলমের নামাঙ্কিত মুদ্রাও এই কারখানায় তৈরি হয়েছে। তবে টাকশালের সঠিক অবস্থান নিয়ে আজও গবেষকদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। কারো মতে এটি ছিল ইচ্ছাগঞ্জের বিপরীতে, পরে যা ইমামবাড়ার কাছে সরে আসে। বর্তমান ইমামবাড়ার সামনের ঘাটটির নাম আজও 'মিন্টঘাট', যা সেই ইতিহাসের স্মৃতি বহন করে। আবার একাংশের দাবি, যেহেতু টাকশাল দেখভালের ভার ছিল জগৎশেঠদের ওপর, তাই কারখানাটি ছিল তাঁদের বাড়ির ঠিক পাশেই। কিন্তু গঙ্গার করাল গ্রাসে জগৎশেঠদের সেই বসতবাড়ির সঙ্গেই হারিয়ে গিয়েছে বাংলার বৃহত্তম টাকশালের অস্তিত্ব। নবাবী আমলে সোনা-রুপোর একচেটিয়া কারবারী ছিলেন জগৎশেঠরা। যে কেউ সোনা বা রুপো নিয়ে এই টাকশালে গেলে নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে মোহর তৈরি করে নিতে পারত। এই কমিশন ভাগ হতো নবাব ও শেঠদের মধ্যে। ইংরেজ, ফরাসি বা ডাচ বণিকরাও বাধ্য হতেন এই দেশি টাকশালের দ্বারস্থ হতে। ১৭২৫ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, শুধু টাকশালের কমিশন বাবদ নবাবের কোষাগারে জমা পড়েছিল ছয় লক্ষ টাকা। লভ্যাংশের নিরিখে এটি ছিল তৎকালীন ভারতের অন্যতম সফল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। মুর্শিদাবাদের এই টাকশালের মুদ্রা চেনার এক অমোঘ বৈশিষ্ট্য ছিল 'যুঁইফুল' ছাপ। বাদশা ঔরঙ্গজেবের নামাঙ্কিত এই টাকশালের মুদ্রা আজও সংরক্ষিত আছে পাকিস্তানের লাহোর মিউজিয়ামে। দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজত্বের বিশেষ বছরগুলিতে যে মুদ্রাগুলি বের হতো, তার এক পিঠে থাকত ফার্সি হরফে বাদশার নাম এবং অন্য পিঠে লেখা থাকত 'জবরে মুর্শিদাবাদ' বা 'জলুষ ১৯'। এই নিখুঁত ছাঁচ ও শৈলী দেশি মুদ্রাশিল্পের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে রয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বাংলার রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তরিত হলে এই টাকশালের গুরুত্ব কমতে শুরু করে। মজার বিষয় হলো, কোম্পানি যখন কলকাতায় নিজস্ব টাকশাল গড়ল, তখনও তারা দীর্ঘকাল ধরে মুর্শিদাবাদের নাম ও বিখ্যাত যুঁইফুল প্রতীক ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল মুদ্রার বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে। মানিকচাঁদের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন এই টাকশালের দায়িত্ব সামলেছিলেন। প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে সগৌরবে চলার পর অবশেষে আধুনিকতার চাপে ও নদী ভাঙনে বিলীন হয়ে যায় বাংলার এই শ্রেষ্ঠ টাকশাল। আজ মাটির ঢিপি আর ভাঙা কলসিতেই আটকে আছে সেই স্বর্ণযুগের ইতিহাস।

বৌভাতের ভোজে বিষক্রিয়া! বর-সহ প্রায় ২০০ অতিথি হাসপাতালে

আইয়ুব আলী, নয়া জামানা, ভরতপুর ঃ বৌভাতের আনন্দঘন উৎসবের আমেজ মুহূর্তের মধ্যেই রূপ নিলো চরম আতঙ্কে। রেজিনগর থানার তেঘরী নাজিরপুর থেকে কনেযাত্রী নিয়ে ভরতপুর থানার দেচাপড়া গ্রামের বাসিন্দা বর সোহেল সেখের বাড়িতে এসেছিলেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।

আজ সকালে কনেযাত্রী ও গ্রামবাসীদের জন্য আয়োজিত খাবার খাওয়ার মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটে যায় চরম বিপত্তি। একাধিক শিশু এবং খোদ বর সহ একে একে প্রায় দুই শতাধিক পুরুষ ও মহিলা তীব্র পেটে যন্ত্রণা ও বমিতে আক্রান্ত হতে শুরু করেন। অসুস্থ মানুষের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকায় বিয়েবাড়িতে হইচই পড়ে যায় এবং তড়িঘড়ি সবাইকে উদ্ধার করে ভরতপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, সকালের খাবারে বিষক্রিয়া বা ফুড পয়জনিং থেকেই এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। তবে একটি গ্রামীণ হাসপাতাল হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসকদের যুদ্ধকালীন তৎপরতা ও আপ্রাণ চেষ্টায় মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। বর্তমানে গুরুতর অসুস্থ তিনজনকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে এবং বাকি আক্রান্তরা ভরতপুর গ্রামীণ হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভাগীরথীর তীরে হারিয়ে যাওয়া মুর্শিদাবাদি কলম-এর ইতিহাস

নয়া জামানা ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেবল বাংলার অন্ন কেড়ে নেয়নি, গিলে খেয়েছিল এক রাজকীয় শিল্পশৈলীকেও। ভাগীরথীর তীরে যে মুর্শিদাবাদ একসময় রঙের বন্যায় ভাসত, প্রাসাদে প্রাসাদে চলত তুলির কারসাজি, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস সেই 'মুর্শিদাবাদি কলম' বা চিত্রকলাকেও চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়। মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে সিরাজউদ্দৌলা; বাংলার নবাবদের হাত ধরে যে ছবির দুনিয়া ডানা মেলেছিল, ব্রিটিশ বেয়নেটের দাপটে তা শেষমেশ 'কোম্পানি স্টাইলে' মাথা নত করতে বাধ্য হয়। জলরঙের সেই সূক্ষ্ম আঁচড়েই আসলে লেখা হয়েছিল বাংলার মধ্যযুগের বিদায় আর আধুনিকতার নিষ্ঠুর এক 'মহাভারত'। মুঘল দরবার যখন ভাঙনের মুখে, ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদে শিল্পের বসন্ত শুরু হয়েছিল। সম্রাট হুমায়ুন পারস্যের টানে যে শিল্পীদের দিল্লিতে জড়ো করেছিলেন, আকবর বা জাহাঙ্গীরের আমলে তা পূর্ণতা পায়। শাহজাহান স্থাপত্যে মজে থাকলেও চিত্রকলা সচল ছিল। কিন্তু শিল্প-বিরাগী ঔরঙ্গজেবের জমানায় মৌচাকে ঢিল পড়ে। দিল্লির সেই আশ্রিত মৌমাছিরা বা শিল্পীরা এরপর নতুন ঠিকানা খুঁজতে ছড়িয়ে পড়েন দেশজুড়ে। তাদেরই এক দল আস্তানা গাড়েন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে।

দিল্লির মুঘল ঘরানার সাথে বাংলার নিজস্ব আবেগের মিশেলে তৈরি হয় এক অনন্য চিত্ররীতি। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রাখা লর্ড ক্লাইভের অ্যালবামে আজও সেই বৈভবের সাক্ষী মেলে। মুর্শিদকুলির দরবার থেকে শুরু করে মহরমের শোভাযাত্রা কিংবা খাজা খিজিরের উৎসব; শিল্পীদের নিপুণ হাতের মিনিয়েচারে বন্দি হয়েছিল সেই রঙিন ইতিহাস। রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি কাটিয়ে নবাব আলিবর্দি খাঁ যখন মসনদে বসেন, তখন শিল্পীরাও নতুন উৎসাহে রঙ-তুলিতে শান দিতে থাকেন। একদিকে বর্গি হাঙ্গামা সামলানো আর অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকদের নজরদারি; এর মাঝেই নবাবকে নিয়ে আঁকা হয় একের পর এক অনবদ্য ছবি। ইন্ডিয়া হাউসের সংগ্রহে থাকা হরিণ শিকারের একটি ছবিতে আলিবর্দিকে দেখা যায় বিপুলা প্রকৃতির মাঝে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কেবল শিকার নয়, পারিবারিক আবহের ছবিতেও শিল্পীরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একটি বিশেষ ফ্রেমে দেখা যায়, নবাব তাঁর স্বজনদের নিয়ে বসে আছেন, আর ঠিক উল্টোদিকে মুখোমুখি বসে কিশোর নাতি সিরাজউদ্দৌলা। রাজকীয় আভিজাত্য তখন তুলির ডগায় কথা বলছে। আলিবর্দি যাদের 'মৌমাছি' বলে ডাকতেন, সেই ইংরেজরা তখন বাংলায় হুল ফোটানোর অপেক্ষায়। তবে সিরাজউদ্দৌলা যতদিন নবাব ছিলেন, শিল্পচর্চায় ভাটা পড়েনি। বরং এই সময় রাজস্থানি শৈলী আর নবাবি দরবারি মেজাজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। চিরাচরিত জ্যামিতিক শৃঙ্খলা ভেঙে শিল্পীরা তখন মজেছেন 'রাগমালা' সিরিজের ছবিতে। দীপক, গুজরী বা হিন্দোল রাগের সুর তখন রঙ হয়ে ফুটে উঠছে কাগজের ক্যানভাসে। অনেক ছবিতে তরুণ নবাব সিরাজকেই দেখা যাচ্ছে পরম নায়কের বেশে। জমিদার থেকে সভাসদ; সবার জন্যই তখন মুর্শিদাবাদে ছবির হাট বসেছে। পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পতনের পর ছবির জৌলুসও ফিকে হতে শুরু করে। মিরজাফর বা মিরকাশিমের আমলে ছবি আঁকা চললেও তাতে ছিল 'ভাবের দৈন্য'। পুরোনো কারুকার্যের অনুকরণ করার চেষ্টা হলেও সৃজনশীলতার সেই তেজ আর ছিল না। এরপর এল সেই ভয়ংকর মন্বন্তর। না খেতে পাওয়া শিল্পীদের কেউ পাড়ি দিলেন লখনউতে, কেউ বা পেটের দায়ে ব্রিটিশ সাহেবদের ফরমায়েশে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ভাগীরথীর তীরের সেই ঝকঝকে মুর্শিদাবাদ ক্রমশ অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকল। গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাওয়ার পর বাংলার শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল কলকাতা। এক শতাব্দীর সমাপ্তি ঘটিয়ে অন্য এক স্বপ্নের বীজ বোনা হল ঠিকই, কিন্তু মুর্শিদাবাদের সেই নবাবি মেজাজের জলরঙা ইতিহাস চিরতরে হারিয়ে গেল ভাগীরথীর চরে।

মুর্শিদাবাদের আম-ঐতিহ্য ঃ নবাবি ইতিহাস থেকে কোহিতুরের আধুনিক সংকট

নয়া জামানা ,মুর্শিদাবাদ ঃ বাংলা-বিহার-ওড়িশার একদা নবাবি রাজধানী;আজও তার ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ফলের রাজা আমকে ঘিরে এক অনন্য পরিচিতি বহন করে চলেছে। সময়ের পরিবর্তনে নবাবি জৌলুস হারালেও লালবাগের মাটিতে আমচাষ ও আম-সংস্কৃতির ঐতিহ্য আজও মানুষের স্মৃতিতে ও চর্চায় জীবন্ত। ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী, নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদে প্রায় আড়াইশো প্রজাতির আমের চাষ হত। নবাব নাজিম ফেরাদুন জাঁ থেকে শুরু করে নবাব ওয়াসেফ আলি মির্জা;অনেকেই আমের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। এমনকি 'মির্জা পসন্দ' ও 'তোতা আম'-এর মতো বিশেষ জাতের আম নবাবি দরবারে বিশেষ মর্যাদা পেত। কথিত আছে, আম সংরক্ষণ ও উপহার আদান-প্রদানে নবাবদের সূক্ষ্ম রুচি ও কূটনৈতিক ব্যবহারও জড়িয়ে ছিল। লালবাগের হাজারদুয়ারির সঙ্গে যুক্ত নবাবি বাগান 'রইসবাগ' ও কিল্লা নিজামত এলাকার 'আম্বাখানা' ছিল সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ আমচর্চার কেন্দ্র। সেখানে আম সংগ্রহ থেকে শুরু করে সংরক্ষণ পর্যন্ত ছিল অত্যন্ত যত্নশীল ও বিশেষ পদ্ধতি। তুলোর উপর রেখে পাকা আম সংরক্ষণ, ঘন ঘন উল্টে দেওয়া এবং বিশেষ পরিবেশে পরিবেশনের মতো রীতিও প্রচলিত ছিল। বর্তমানে মুর্শিদাবাদে সেই সমৃদ্ধ আম-ঐতিহ্যের বড় অংশই হারিয়ে গেছে। স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের মতে, এক সময়ের বহু প্রজাতি এখন বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায়। বর্তমানে জেলায় প্রায় শতাধিক প্রজাতির আম টিকে থাকলেও অন্তত দেড় শতাধিক জাত আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এর মধ্যে 'মির্জা পসন্দ' ও 'তোতা আম'-এর মতো ঐতিহাসিক জাতগুলিও আজ বিলুপ্ত বলে জানা যায়। তবে কিছু বিরল জাত এখনও সীমিত আকারে টিকে আছে। এর মধ্যে অন্যতম কোহিতুর, যা স্থানীয়ভাবে কোহিনুর নামেও পরিচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, খুব অল্প কয়েকটি গাছই এখন অবশিষ্ট রয়েছে এই জাতের। বাজারে এই আমের দাম সাধারণত ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতি পিসে পৌঁছায়। তুলনায় সাধারণ জাতের আম যেমন ল্যাংড়া, হিমসাগর বা ফজলি বিক্রি হয় অনেক কম দামে। মুর্শিদাবাদের আমচাষ ও বিপণন নিয়ে একাধিক সমস্যা আজও বিদ্যমান। সংরক্ষণ কেন্দ্র, প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার অভাবে বহু সময়েই কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পান না। ফলে অনেক সময় অভাবি বিক্রির পরিস্থিতি তৈরি হয়। পাশাপাশি আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে আম দ্রুত পচে যাওয়ায় রপ্তানিতেও বাধা তৈরি হয়। তবুও আশার আলো দেখাচ্ছে কিছু উদ্যোগ। স্থানীয় কৃষক ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বিদেশে আম রপ্তানির চেষ্টা শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে মুর্শিদাবাদের আম ইতিমধ্যেই চাহিদা তৈরি করেছে বলে জানা যাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব চাষ ও উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই রপ্তানি আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মুর্শিদাবাদের আম শুধু কৃষিপণ্য নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। নবাবি ইতিহাস, লোককথা ও কৃষিজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই আম-সংস্কৃতি সংরক্ষণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ জরুরি। নচেৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যেতে পারে বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী স্বাদ ও ইতিহাস।

বেলডাঙা পৌরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা অনুরাধা হাজরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নয়া জামানা,, বেলডাঙা ঃ বেলডাঙা পৌরসভার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও প্রশাসনিক অচলাবস্থার আবহে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিলেন পৌর প্রধান অনুরাধা হাজরা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর মুর্শিদাবাদ জেলায় এই প্রথম কোনও পৌরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘটনা ঘটল। পদত্যাগের পর অনুরাধা হাজরা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সাধারণ মানুষ তাঁকে বিপুল আশা, আস্থা ও প্রত্যাশা নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেই বর্তমানে তিনি বাধার মুখে পড়েছেন। তাঁর অভিযোগ, গত প্রায় এক মাস ধরে পৌরসভার সমস্ত কাজ কার্যত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র পদ আঁকড়ে বসে থাকার কোনও অর্থ নেই। তিনি বলেন, চেয়ার ধরে রেখে যদি মানুষের কাজই না করা যায়, তাহলে সেই পদে থাকার কোনও যৌক্তিকতা নেই। আমি চাই বেলডাঙার মানুষ প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবা পান। পৌরসভাকে এভাবে অচল করে রেখে কোনও লাভ নেই। তবে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ালেও জনসেবার কাজ থেকে তিনি সরে যাচ্ছেন না বলেই স্পষ্ট জানিয়েছেন। কাউন্সিলর হিসেবে নিজের ওয়ার্ডের মানুষের পাশে থেকে আগের মতোই কাজ করে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে বিগত এক দশকের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে অনুরাধা বলেন, দীর্ঘ সময় দায়িত্বে থাকার ফলে মানুষের কিছু ক্ষোভ বা অভিযোগ থাকতেই পারে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে যদি কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে, তাহলে তার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া উচিত। এমন তদন্তে তাঁর কোনও আপত্তি নেই বলেও তিনি জানিয়েছেন। পৌরসভার অচলাবস্থা কাটিয়ে নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক করার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে তাঁর এই আকস্মিক পদত্যাগে বেলডাঙার রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে পৌরসভার নেতৃত্বে কী পরিবর্তন আসে এবং রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই এখন নজর স্থানীয় বাসিন্দা থেকে রাজনৈতিক মহলের।

আতরের সুবাসে মোড়া নবাবি ঐতিহ্য, আজও অমলিন মুর্শিদাবাদের বালাপোষ

নয়া জামানা ঃ কনকনে ঠান্ডায় লেপ-কম্বল তো অনেকেই গায়ে দেন, কিন্তু শরীরের ওমের সঙ্গে যদি মিশে থাকে আতরের মায়াবী সুবাস? সেই মখমলে পরশ আর আভিজাত্যের নাম 'বালাপোষ'। বাংলার শীতের ইতিহাসে যা কেবল একটি আবরণ নয়, বরং মুর্শিদাবাদের নবাবী ঐতিহ্যের এক জীবন্ত দলিল। মুঘল আমল থেকে শুরু করে আজও এই শিল্পের সুগন্ধি ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন কারিগর আতির খানের উত্তরসূরিরা। সাধারণ সিন্থেটিক লেপ বা কম্বলের ভিড়ে আজও স্বমহিমায় ভাস্বর এই বালাপোষ, যার জন্মকাহিনির পরতে পরতে জড়িয়ে আছেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। ঐতিহাসিক মতে, মুর্শিদাবাদ যখন উত্তর ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে শিখরে, তখন নবাব সুজা-উদ-দিনের আমলেই বালাপোষের সূত্রপাত। তবে লোকগাথা বলে ভিন্ন কথা। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা শীতের খসখসে কম্বল পছন্দ করতেন না। তিনি চেয়েছিলেন এমন কিছু, যা হবে তুলোর মতো নরম, ওজনে হালকা এবং প্রেয়সীর উষ্ণ আলিঙ্গনের মতো আরামদায়ক। নবাবের সেই শৌখিন আবদার মেটাতেই কারিগর আতির খান উদ্ভাবন করেন এই বিশেষ বস্ত্র। দুই পরত কাপড়ের মাঝে বিশেষ পদ্ধতিতে তুলো বসিয়ে তৈরি এই বালাপোষ আজও মুর্শিদাবাদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। আতির খানের সেই গোপন কারিগরি আজ তাঁর উত্তরসূরিদের হাতে সুরক্ষিত। দীর্ঘকাল এই শিল্পের শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন প্রখ্যাত কারিগর সাখাওয়াত হুসেন খান। তাঁর প্রয়াণের পর এখন সেই গুরুদায়িত্ব সামলাচ্ছেন তাঁর দুই কন্যা ববি, তাঁর বোন এবং তাঁদের দাদা। মুর্শিদাবাদের খাগড়া চৌরাস্তা সংলগ্ন এলাকায় আজও নিভৃতে তৈরি হয় এই আশ্চর্য সৃষ্টি। বংশপরম্পরায় পাওয়া এই শিল্প নিয়ে সাখাওয়াতের জ্যেষ্ঠা কন্যা ববি জানান, 'বহু বছর ধরে বংশ পরম্পরায় আমরা বালাপোষ তৈরি করে চলেছি। আমার বাবাকে এই কাজ শিখিয়েছিলেন দাদু। বালাপোষ তৈরি ছাড়াও নানান হস্তশিল্পে দাদু অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। আমরা ভাইবোনেরা ছোটোবেলায় মুগ্ধ হয়ে দেখতাম, কীভাবে নিপুণ কায়দায় যত্ন সহকারে বাবা একের পর এক বালাপোষ বুনে চলেন।' বালাপোষ তৈরির প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং ধৈর্যসাপেক্ষ। একটি নিখুঁত বালাপোষ বানাতে কারিগরকে নিজেকে প্রায় সমাজবিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হয়। বাইরের সামান্যতম কোলাহল বা জলের শব্দ যেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। ববির কথায়, 'এই কাজ কিন্তু মোটেই সহজ নয়। এর জন্যে নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হয়। বালাপোষ তৈরির শুরু থেকে শেষ অবধি কারিগর নিজেকে আটকে রাখেন একটি বন্ধ ঘরে, যেখানে জল পড়বার মতো সামান্য শব্দটুকুও ঢুকতে পারে না!' এই শিল্পের মূল রহস্য লুকিয়ে আছে তুলোর 'ভুনাই' বা শোধনের মধ্যে। সাধারণ তুলো এখানে চলে না। উৎকৃষ্ট মানের তুলো বেছে নিয়ে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ২০ থেকে ২৫ বার ঝাড়াই করা হয়। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তুলো এতটাই হালকা হয়ে যায় যে তা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। শুধুমাত্র এই ভুনাই করতেই সময় লাগে পাঁচ থেকে ছয় দিন। এরপর মলমল বা সিল্কের কাপড়ের স্তরে এমনভাবে তুলো বিন্যাস করা হয়, যাতে ব্যবহারের সময় তা দলা পাকিয়ে না যায়। একটি বালাপোষ সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে এক থেকে দুই সপ্তাহ। আতর বা সুগন্ধি এই বালাপোষের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ববি জানান, 'কোন আতর ব্যবহার করলে তা বহু বছর একই রকম সুগন্ধ ছড়াবে, সে কথাও বাবা বলে গিয়েছিলেন আমাদের। ফিরদৌস আতরের চাহিদা সবচাইতে বেশি। এছাড়াও সময় বিশেষে রুহ-গুলাব আতর ব্যবহার করি আমরা।' যখন কোনো ক্রেতা ফোন করে জানান যে বালাপোষটি খুলতেই ঘর গন্ধে মউ মউ করছে, তখন কারিগর পরিবারের পরিশ্রম সার্থক হয়। তবে আধুনিক যুগে এই শিল্পের সংকটও কম নয়। মূলধনের অভাব এবং আকাশছোঁয়া বাজারমূল্যের কারণে বালাপোষ এখন সাধারণের নাগালের বাইরে। মূলত শৌখিন সংগ্রাহক এবং ঐতিহ্যপ্রেমীরাই এর প্রধান খদ্দের। তবুও ববি এবং তাঁর পরিবার এই ঐতিহ্যকে হারোতে দিতে নারাজ। তাঁর মতে, 'শীত থেকে রক্ষা করা ছাড়াও বাংলার বহু পুরোনো ঐতিহ্য বহন করে এই বালাপোষ। এই শিল্পের একটা নিজস্ব সম্মান রয়েছে, যার তুলনা কখনোই সাধারণ বাজারচলতি সিন্থেটিক লেপ-কম্বলের সঙ্গে করা চলে না। তাছাড়া, এগুলি তৈরি করতে যা মূলধন আর কায়িক শ্রম লাগে, সেসব মাথায় রেখে এগুলির বিক্রয় মূল্যও হয়ে দাঁড়ায় বেশ খানিকটা চড়া, যা সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

টোল ট্যাক্সের ঘর ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বোলপুরে উত্তেজনা

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বোলপুরের লায়েকবাজার এলাকায় একটি অস্থায়ী ছাউনির টোল ট্যাক্সের ঘর ভাঙাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা জেসিবি মেশিন দিয়ে ঘরটি ভেঙে দেন। যদিও তাদের দাবি, প্রশাসনের পক্ষ থেকেই এই কাজ করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে টোল ট্যাক্স এর ঘরটির কাছেই বোলপুরমুখী এক সাইকেল আরোহী মহিলা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। পিছন দিক থেকে আসা একটি লরি তাঁকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। এতে তাঁর পায়ে গুরুতর চোট লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই দুর্ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, টোল ট্যাক্সের ঘরটির কারণে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা হচ্ছিল।

যদিও সেটি বহুদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এর সামনে রাস্তা সবসময় ব্যস্ত থাকে। একদিকে বাসস্ট্যান্ড ও অন্যদিকে টার্নিং পয়েন্টে অবস্থিত হওয়ায় যানজট তৈরি হত। দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছিল। এদিনের দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা একটি জেসিবি মেশিন এনে ঘরটি ভেঙে দেন।এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, এই টোল ট্যাক্সটি বহুদিন থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এই ঘরটির জন্য সমস্যা হচ্ছিল। যানজট লেগেই থাকত। দুর্ঘটনাও ঘটত। একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। ঘরটি ভেঙে দেওয়ায় এলাকার মানুষের সমস্যা কমবে। ভবিষ্যতে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কমবে বলে আশা করছি।এদিকে বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষ বলেন, এই ঘর ভাঙার জন্য পুরসভার কোনো ভূমিকা নেই। এই ব্যাপারে আমাদের কিছু জানা নেই।স্থানীয়দের দাবি, রাস্তার ধারে পড়ে থাকা এই টোল ঘরগুলি যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করছে। অনেক জায়গায় ফুটপাত দখল হয়ে থাকায় পথচারীদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। লায়েকবাজারের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার পর সেই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে। তাঁদের মতে, প্রশাসনের উচিত দ্রুত সমস্ত পরিত্যক্ত টোল পরিকাঠামোর বৈধতা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রনাথের দলীয় কার্যালয় থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ কয়েক মাস ধরে বন্ধ পড়ে ছিল ইলামবাজারে তৃণমূলের একটি দলীয় কার্যালয়। বুধবার সেখানে ঢুকেই চক্ষু চড়কগাছ বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। তাঁদের দাবি, কার্যালয় এবং পাশের একটি গোডাউন থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণসামগ্রী। এমনকি মিলেছে সরকারি ত্রিপল, বিভিন্ন নথি, আধার কার্ডের জেরক্স, শাড়ি, গামছা ও সাদা থান।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিজেপি এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি মজুত রাখার অভিযোগ তুলেছে। এমনকি তৃণমূলকে সর্বভুক বলেও কটাক্ষ করেছে বিজেপি। তবে এ বিষয়ে তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইলামবাজারের যে দলীয় কার্যালয়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক, সেটি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমান বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহের কার্যালয় হিসেবেই পরিচিত ছিল। এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর থেকেই ওই তৃণমূল কার্যালয়টি কার্যত বন্ধ ছিল। এদিন সকালে কয়েকজন বিজেপি কর্মী-সমর্থক সেখানে প্রবেশ করেন। তাঁদের দাবি, ঘরের ভিতরে তৃণমূলের পতাকা ও ফেস্টুনের পাশাপাশি বস্তায় ভরা সরকারি ত্রাণসামগ্রী মজুত ছিল। সেখানে বেশ কিছু ফাইল, আধার কার্ডের ফটোকপি, শাড়ি, গামছা এবং সাদা থানও দেখতে পান বলে অভিযোগ। শুধু দলীয় কার্যালয়েই নয়, তার পাশের একটি গোডাউন থেকেও সরকারি ত্রিপলের একাধিক বস্তা উদ্ধার হয় বলে দাবি বিজেপি কর্মীদের। এরপর সরকারি সম্পত্তি দলীয় কার্যালয়ে মজুত রাখার অভিযোগ তুলে সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইলামবাজার থানার পুলিশ। এই বিষয়টি নিয়ে বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, তৃণমূল যে সর্বভুক রাজনীতি করে, এই ঘটনা তারই একটি উদাহরণ। সরকারি ত্রাণসামগ্রী মানুষের হাতে পৌঁছনোর আগে দলীয় কার্যালয়ে কেন থাকবে, সেই প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেল পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে ঘটনাস্থল থেকে মোট প্রায় ১,৪৫০টি সরকারি ত্রিপল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখলেন বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা

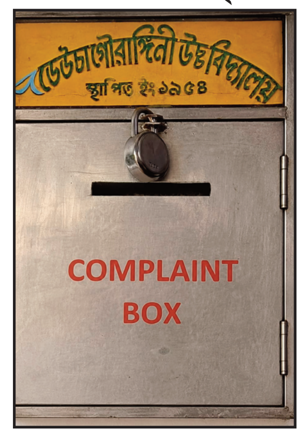

তারিক আনোয়ার,নয়া জামানা, বীরভূম ঃ গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ডেউচা গৌরাঙ্গিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন সাঁইথিয়া বিধানসভার বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা। বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা, সুবিধা-অসুবিধা ও প্রয়োজনের কথা শোনেন।সেই সময় তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত ফোন নম্বর তাদের হাতে তুলে দেন, যাতে যেকোনো সমস্যা বা প্রয়োজনের কথা তারা সরাসরি তাঁকে জানাতে পারে।

পাশাপাশি বিশেষ করে ছাত্রীদের নিরাপত্তা ও নারী সুরক্ষার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যালয়ে একটি কমপ্লেন বক্স বসানোর কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয় সরাসরি বলতে সংকোচ বোধ করে। কমপ্লেন বক্সের মাধ্যমে তারা গোপনীয়ভাবে নিজেদের অভিযোগ বা সমস্যার কথা জানাতে পারবে।বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন বিদ্যালয়ের মাঠ ও আশপাশের পরিবেশ পরিদর্শন করে তিনি মাঠ সংস্কার এবং বিদ্যালয় চত্বরের আবর্জনা পরিষ্কারের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ে কমপ্লেন বক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সংস্কারের কাজও সম্পন্ন হয়েছে।নারী সুরক্ষা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়ে বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, একটি সুস্থ, নিরাপদ ও শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে এই তিনটি ক্ষেত্রের উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যেই তিনি এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন।উল্লেখ্য, ডেউচা গৌরাঙ্গিনী উচ্চ বিদ্যালয় বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহার নিজের গ্রামের বিদ্যালয় এবং এখানেই তাঁর শিক্ষাজীবনের সূচনা। তাই নিজের স্কুলের উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা এবং শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করতে তাঁর এই উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়িত হওয়ায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্র-ছাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সন্তোষের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

পালাবদলের পর যুগলকিশোর গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল বিজেপি

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ার রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভার, রানাঘাট ২ নম্বর ব্লকের যুগলকিশোর গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন বোর্ড গঠনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। প্রাক্তন প্রধান গৌতম বিশ্বাসের স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পর বৃহস্পতিবার নতুন প্রধান হিসেবে আল্পনা বিশ্বাস মজুমদার এবং উপপ্রধান হিসেবে পুষ্পেন্দু বিশ্বাস নির্বাচিত হন। তৃণমূল সদস্যদের অনুপস্থিতিতে পিডিও-র উপস্থিতিতে বিজেপির পক্ষ থেকে বোর্ড গঠন করা হয়। নতুন বোর্ডকে স্বাগত জানিয়ে পঞ্চায়েত চত্বরে উৎসবে মাতেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অসীম বিশ্বাস-সহ দলের একাধিক নেতা। নতুন বোর্ড গঠনের পর এলাকার উন্নয়ন নিয়ে আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দারা।

চরম অব্যবস্থা ! প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বর্তমানে মদের ঠেক

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মদের বোতল, রয়েছে গাঁজার কলকে। দিনরাত চলে মদ গাজার আসর। স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন মাতালদের আস্তাকুড়েই পরিণত।এমনই চাঞ্চল্যকর চিত্র ধরা পরল নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত আরবান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। উল্লেখ্য, কয়েক দশক আগে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রই ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের ভরসা।এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে শুরু করে রোগী ভর্তি পর্যন্ত নেওয়া হতো। গর্ভপাতের সুবিধাও ছিল এই হাসপাতালে।

সরকারি চিকিৎসকাও নিয়মিত হতো ওই হাসপাতালে। কিন্তু সরকারের উদাসীনতার ফলে দিন দিন এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল দশা হয়েছে।প্রায় কুড়ি বিঘা জমি নিয়ে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি।স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একাধিক ঘর রয়েছে। কিন্তু পরিষেবা এবং যত্ন নেওয়ার অভাবে ঘর গুলি আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে। এখন আর আগের মতো চিকিৎসাও হয় না স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। চারিদিক আগাছায় পরিপূর্ণ হয়েছে।এদিন বিজেপির তরফে স্বচ্ছতা অভিযানে নেমে দেখা যায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মদের বোতল। পড়ে রয়েছে গাজার কলকে। স্থানীয়দের দাবি সকাল থেকে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘর গুলিতে নেশার আসর বসে। এলাকার যুব সমাজ এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটাকে এখন মাতালদের আস্তাকুড়ে পরিণত করেছে। স্থানীয় বাসিন্দা গনেশ দাস বলেন, সকাল সাতটা থেকে এই নেশার কাণ্ডকারখানা শুরু হয় এখানে। মদের আসর থেকে শুরু করে গাঁজার আসর এমনকি হুকোর নেশাও পর্যন্ত এখানে চলে।

এমন কোনো নেশা নেই যে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভেতর হয় না। আমরা বারংবার মানা করেছি কিন্তু কিছু হয় নি। আমরা চাই হাসপাতালের ভিতরে যেন স্বচ্ছতা বজায় থাকে।বিজেপি নেতা জয়ন্ত ঘোষ বলেন, আমরা এখানে স্বচ্ছতা অভিযানে এসে দেখি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভেতর মদের বোতল, গাঁজার কলকে সহ অন্যান্য নেশার দ্রব্য পড়ে রয়েছে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি এখানে দীর্ঘদিন ধরেই এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভেতর নেশার আসর বসে।এতদিন যে প্রশাসন ছিল সেই প্রশাসনের মদতেই বিভিন্ন সরকারি জায়গায় এই কর্মকাণ্ডগুলো ঘটে। আমরা প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে এর নিষ্পত্তি চাই এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র যাতে মাতাল মুক্ত হয় সেই দাবিও জানাচ্ছি। হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসক ডক্টর অনুপ কুমার মজুমদার বলেন, হাসপাতালের বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে আমরা যতটুকু সম্ভব উচ্চপদস্থ আধিকারিককে জানিয়েছি। কিছু ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে বাকি রয়েছে। আমরা এটাও জানতে পেরেছি হাসপাতালে চত্বরের মধ্যে নেশার আসর বসে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। আমাদের হাসপাতাল তিনটা পর্যন্ত খোলা থাকে তারপরে কি হয় সেটা তো আমরা চোখে দেখতে পাই না। তবে আমরাও চাই যাতে নেশা মুক্ত হোক গোটা হাসপাতাল।

লাভপুরে বজ্রাঘাতে প্রাণ হারাল ১৭ বছরের কিশোর

রুম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের লাভপুরে ফের বজ্রাঘাতের বলি হল এক কিশোর। মঙ্গলবার জামনা অঞ্চলে এক তরুণীর মৃত্যুর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার দুপুরে ইন্দাস এলাকায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল ১৭ বছরের চন্দন বাউরির। পরপর দুই দিনে বজ্রপাতে প্রাণহানির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে। আকাশে কালো মেঘ জমার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেই সময় চন্দন বাউরি বাড়ির পাশের একটি পুকুরের পাড়ে অবস্থান করছিল। আচমকাই প্রবল বজ্রপাত হলে সে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।বজ্রপাতের বিকট শব্দ শুনে আশপাশের মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা চন্দনকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হলেও ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। খবর পেয়ে লাভপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে বজ্রাঘাতেই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।উল্লেখ্য, মাত্র দু'দিন আগেই লাভপুরের জামনা অঞ্চলে বজ্রাঘাতে এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছিল। তার পরেই আবার একই ধরনের ঘটনায় এক কিশোরের প্রাণহানিতে উদ্বেগ বেড়েছে। বর্ষা-পূর্ব ও বর্ষাকালে বজ্রপাতের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হচ্ছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনের সময় খোলা জায়গা, মাঠ কিংবা জলাশয়ের ধারে অবস্থান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আবহাওয়া খারাপ হলে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরাও।পরপর বজ্রাঘাতে মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে লাভপুরের ইন্দাস এলাকায়। কিশোরের অকালমৃত্যুতে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে গভীর শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

দায়িত্বভার গ্রহণের পরই মাঠে নতুন এসপি,থানায় থানায় ঘুরে কাজের খতিয়ান

সায়ন ভান্ডারী,নয়া জামানা, বীরভূম ঃ প্রশাসনিক রদবদলের পর বীরভূম জেলার নতুন পুলিশ সুপার ভিদিত রাজ ভূন্দেশ দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সক্রিয়ভাবে জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর নজরদারি শুরু করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার তিনি জেলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ থানায় পরিদর্শন করেন। এদিন মল্লারপুর, রামপুরহাট, নলহাটি-সহ জেলার আরও কয়েকটি থানায় গিয়ে সরেজমিনে পুলিশি কাজকর্মের খোঁজখবর নেন তিনি। নতুন পুলিশ সুপারের এই ধারাবাহিক পরিদর্শন প্রশাসনিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। থানাগুলিতে পৌঁছে তিনি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধ দমন সংক্রান্ত কার্যক্রম, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির পদ্ধতি, তদন্তের অগ্রগতি এবং সাধারণ মানুষের জন্য প্রদত্ত পুলিশি পরিষেবার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি থানার পরিকাঠামো, নথিপত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং কর্মরত পুলিশকর্মীদের দায়িত্ব পালনের বিষয়েও বিস্তারিত খোঁজ নেন তিনি। সূত্রের খবর, বিভিন্ন থানার আধিকারিকদের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করেন পুলিশ সুপার। বৈঠকে জেলার সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রোধ, মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাশাপাশি সাইবার অপরাধ মোকাবিলা, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি এবং অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি নিয়েও আলোচনা হয়। নতুন পুলিশ সুপার থানার আধিকারিকদের পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জনমুখী পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ দেন বলে জানা গিয়েছে।তিনি স্পষ্টভাবে জানান, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।সেই লক্ষ্যে প্রতিটি থানাকে আরও সক্রিয় ও জবাবদিহিমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। দায়িত্ব গ্রহণের পর অল্প সময়ের মধ্যেই জেলার একাধিক থানায় সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে নতুন পুলিশ সুপার যে প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়াতে এবং পুলিশি পরিষেবার মানোন্নয়নে গুরুত্ব দিচ্ছেন, তা স্পষ্ট হয়েছে। তাঁর এই উদ্যোগে জেলার আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

বাসকর্মীকে বেধড়ক মারধরের পর মৃত্যু, ক্ষোভে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস ধর্মঘটের ডাক

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা,নদীয়া ঃ বাস কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ তুলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল বাস চালকরা।ফলে চরম হয়রানির শিকার নিত্য যাত্রীরা। ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত নৃসিংহপুর বাস স্ট্যান্ডের। জানা যায়, শান্তিপুরের বাসকর্মী চিরঞ্জিত বিশ্বাসের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে কিছু টোটো চালক। অভিযোগ,

শান্তিপুরের কয়েকজন টোটোচালক চিরঞ্জিত বিশ্বাসকে বেধড়ক মারধর করে। এরপর গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তার। এরপরই বাস চালকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সূত্রের খবর এর আগেও বাস চালকদের সঙ্গে টোটো চালকদের যাত্রী নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

বাস চালকদের দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত না অভিযুক্তরা গ্রেফতার হচ্ছে ততক্ষণ বাস চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। মূলত নৃসিংহপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর এবং শান্তিপুর-দত্তপুলিয়া দুটি রুটের বাস চলে। এই দুটি রুটের বাস বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বন্ধ রেখেছে তারা। নৃসিংহপুর ফেরিঘাট দিয়ে যে সমস্ত যাত্রীরা এপারে আসেন তারা বাস না পেয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গল কামনায় নবদ্বীপে মহাযজ্ঞ

রুম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের লাভপুরে ফের বজ্রাঘাতের বলি হল এক কিশোর। মঙ্গলবার জামনা অঞ্চলে এক তরুণীর মৃত্যুর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার দুপুরে ইন্দাস এলাকায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল ১৭ বছরের চন্দন বাউরির। পরপর দুই দিনে বজ্রপাতে প্রাণহানির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে।

আকাশে কালো মেঘ জমার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেই সময় চন্দন বাউরি বাড়ির পাশের একটি পুকুরের পাড়ে অবস্থান করছিল। আচমকাই প্রবল বজ্রপাত হলে সে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।বজ্রপাতের বিকট শব্দ শুনে আশপাশের মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা চন্দনকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হলেও ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। খবর পেয়ে লাভপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

টাকা দিয়েও মেলেনি ঘর, প্রাক্তন প্রধান ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর লিখিত অভিযোগ

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ ঘর পাইয়ে দেবার নাম করে টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল প্রাক্তন প্রধান ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে।ঘটনাটি নদীয়ার ভীমপুর থানার বাগবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে।অভিযোগকারীদের পক্ষে আদুরী দাসের দাবি ২০১৯ সালে তৎকালীন প্রধান অসীমা মন্ডল ও তার স্বামী মানিক মন্ডল ঘর পাইয়ে দেবার নাম করে পাঁচ হাজার ,দশ হাজার ও পনেরো হাজারের মতো টাকা নেয়। আমরা দরিদ্র অসহায় ও দিনমজুর পরিবারগুলি ঘর পাবার আশায় নিজেদের কাছে কোনো টাকা না থাকায় সুদে ধার করে টাকা এনে দিয়েছিলাম তৎকালীন প্রধান ও তার স্বামীকে। টাকা দেওয়া আর এক অভিযোগকারী জয়ন্তী দাস জানান তারা ঘর পাননি। এমনকি, টাকা ফেরত চাইতে গেলে তাদেরকে প্রাননাশের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। নিরুপায় হয়ে অসহায় পরিবারগুলি প্রাক্তন প্রধান ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে ভীমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। বাগবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান মালা মন্ডল জানান গ্রামবাসীদের অনেকেরই অভিযোগ তিনি শুনেছেন, পাশাপাশি তিনি জানান বাগবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অসীমা মন্ডল বর্তমানে আইসিডিএস কর্মী। এত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি কিভাবে এই কাজ করার সুযোগ পেলেন? তারাও চান অবিলম্বে তদন্ত করে পুলিশ ব্যবস্থা নিক।

পাশাপাশি জানান অসীমা মন্ডল পাস না করে কি করে চাকরি পেলেন সেটাও তদন্ত করে দেখুক পুলিশ প্রশাসন। এ ব্যাপারে অসীমা মন্ডল বলেন তার দলের লোকেরা কেউ কেউ এ কাজ করে থাকতে পারেন। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছে তা সর্বত্র মিথ্যা।প্রাক্তন প্রধান অসীমা মন্ডলের স্বামী মানিক মন্ডল বলেন পার্টির জন্য টাকা নেওয়া হয়েছে এটা সত্য।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

কুলটিতে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে সশস্ত্র হামলা, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোল পুরনিগমের কুলটি বিধানসভার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের ধেমোমেন কোলিয়ারি এলাকায় এক বিজেপি কর্মীর পরিবারের উপর সশস্ত্র হামলার ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

বুধবার রাতে এলাকায় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি ধর্মীয় কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছিল। অভিযোগ, সেই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর গভীর রাতে বিজেপি কর্মী বৃজু যাদব ও তাঁর পরিবারের ওপর লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়। বিজেপির দাবি, স্থানীয় রোহিত নুনিয়া ও সদ্য পদত্যাগী তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্জয় নুনিয়ার নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী এই হামলা চালিয়েছে। ঘটনায় বৃজু যাদব ও তাঁর ভাই বাবলু যাদব গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পরিবারের পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, হামলাকারীরা বাড়ির মহিলাদের মারধর ও চরম হেনস্তা করেছে, যার মধ্যে একজন গর্ভবতী মহিলাও ছিলেন। ঘটনার পর দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। অবশ্য তৃণমূল ও অভিযুক্ত পক্ষ এই দাবি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। স্থানীয় কিছু মহিলার দাবি, রোহিত ও সঞ্জয় নুনিয়া অসুস্থতার কারণে এলাকায় ছিলেনই না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁদের ফাঁসানো হচ্ছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অবৈধ বালি কারবারের অভিযোগে লাউদোহা থানায় গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গৌরবাজারে বৈধতার আড়ালে অবৈধ বালি কারবারের অভিযোগে লাউদোহা থানায় বিক্ষোভ দেখালেন শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, নদী থেকে বালি এনে কণা বিন্যাস কারখানার আড়ালে চলছে এই কালোবাজারি। গত বুধবার গ্রামবাসীরা একটি ১৬ চাকার বালি বোঝাই গাড়ি আটকালে জালিয়াতি সামনে আসে। দেখা যায়, চালানের তারিখ চার মাস আগের এবং ট্র্যাক্টরের চালানে চালানো হচ্ছিল ১৬ চাকার লরি। প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে ১০ টনের রাস্তায় ৩০-৩৫ টনের ভারী গাড়ি চলায় রাস্তাঘাট ভেঙে জীর্ণ হয়ে পড়েছে, যার ফলে বন্ধ হয়েছে বাস চলাচল এবং বিপন্ন হচ্ছে স্কুলপড়ুয়ারা। অভিযোগ, গ্রামবাসীরা এই অবৈধ গাড়ি আটকালে পুলিশ উল্টে চারজন স্থানীয় যুবককে আটক করে। এরই প্রতিবাদে এবং যুবকদের মুক্তির দাবিতে থানায় বিক্ষোভ ছড়ায়। যদিও ব্যবসায়ীরা দাবি করেছেন তারা নিয়ম মেনেই ব্যবসা করছেন, তবে ব্যাকডেটেড চালান ও অতিরিক্ত ওজনের ব্যাপারে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অভাব জয় করে জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় জোড়া পদক সৌম্যজিতের

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ফের বড় সাফল্য পেল পূর্ব বর্ধমানের প্রতিযোগীরা। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের কিট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত দ্বিতীয় জেকে ক্যারাটে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে নজর কেড়েছে রায়না থানার বুজরুকদিঘি গ্রামের ছেলে সৌম্যজিৎ বোস। দেশের ১৩টি রাজ্যের প্রায় ৬০০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে লড়াই করে একটি স্বর্ণ ও একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতে রাজ্য ও জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে সে। তবে এই অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে রয়েছে সৌম্যজিতের কঠোর সংগ্রাম এবং তাঁর মা মুনমুন বোসের অক্লান্ত ত্যাগ ও অদম্য বিশ্বাস। পেশায় সাধারণ পোশাক বিক্রেতা মুনমুন দেবী সংসারের তীব্র আর্থিক অনটন ও প্রতিকূলতার মধ্যেও ছেলের স্বপ্নকে হারিয়ে যেতে দেননি। কঠোর পরিশ্রম করে নিজের উপার্জনের টাকা দিয়ে ছেলের প্রশিক্ষণ, যাতায়াত ও প্রতিযোগিতার সমস্ত খরচ বহন করেছেন তিনি। এই সাফল্যে গর্বিত সৌম্যজিতের মামা প্রবীর সরকারও সবসময় তাঁদের পাশে থেকেছেন। প্রশিক্ষক সেখ ইসমাইলের অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে পূর্ব বর্ধমানের ছাত্রছাত্রীরা এই জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক পুরস্কার জিতে অল ইন্ডিয়া জেকে চ্যাম্পিয়নশিপের মূল ট্রফিটি নিজেদের দখলে নিয়েছে। জেকেএডব্লিউএফ আয়োজিত এই বিশেষ আসরে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপান থেকে আগত বিখ্যাত কারাতে ব্যক্তিত্ব সাতোসি তাকাহাসি সিহান সেনসাই। সব মিলিয়ে, সমস্ত অভাব অনটনকে জয় করে মায়ের স্বপ্নপূরণ ও সৌম্যজিতের এই জোড়া পদক জয় আজ অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে সকলকে।

বালি পাচার ও ভোট-সন্ত্রাসে অভিযুক্ত বল্লভপুরের উপপ্রধান সিদান মন্ডল গ্রেফতার

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের রানীগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন রানিগঞ্জ ব্লকের বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সিদান মন্ডল। স্থানীয় সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালানো থেকে শুরু করে নানা ধরনের বেআইনি কাজের অভিযোগ উঠছিল। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় বিজেপি কর্মীদের মারধর করা, তাঁদের বাড়িতে চড়াও হয়ে হুমকি দেওয়া এবং বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালানোর মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এখানেই শেষ নয়, দলীয় রাজনীতির বাইরেও তাঁর বিরুদ্ধে বালি পাচারের মতো বেআইনি কারবার এবং পঞ্চায়েতের সরকারি তহবিল থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা তছরুপের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল পুলিশের কাছে। পুলিশ প্রশাসন সূত্রের খবর, এই সমস্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য ও অকাট্য প্রমাণ হাতে আসার পরই রানীগঞ্জ থানার পুলিশ সিদান মন্ডলকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেয়। বৃহস্পতিবার সকালে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাঁকে আসানসোল মহকুমা আদালতে তোলা হয়। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন ধৃত উপপ্রধান।

আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় সিদান মণ্ডল দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগই ভিত্তিহীন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে তাঁকে অযথা মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দলীয় কার্যালয় থেকে মিলল সরকারি ত্রিপল-কম্বল, ব্যাপক চাঞ্চল্য জামালপুরে

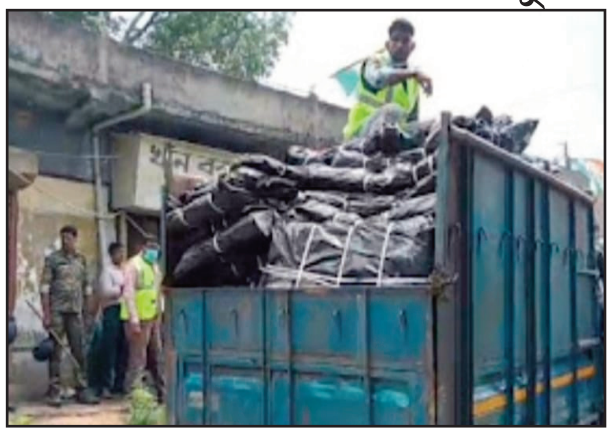

নয়া জামানা, জামালপুর ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খানের পার্টি অফিস ও সংলগ্ন গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে জামালপুর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী আচমকাই ওই পার্টি অফিসটি ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালায়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক ত্রাণের ত্রিপল ও কম্বল। এই ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অরুণ হালদার এবং বিডিও পার্থ সারথী দে। অভিযুক্ত ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান বর্তমানে এলাকা ছাড়া বলে জানা গেছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিধায়ক অরুণ হালদার তৃণমূল নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, রাজ্য জুড়ে তৃণমূল নেতারা এ ধরনের কাজ করে গেছেন। উদ্ধার হওয়া সমস্ত জিনিসপত্র সিজ করে বিডিও অফিসে নিয়ে যাওয়া হবে এবং পরবর্তীতে প্রকৃত অভাবী ও সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে তা বণ্টন করা হবে। বিধায়ক স্পষ্ট জানান, সরকারি ত্রাণের জিনিস এভাবে কোনো পার্টি অফিসে মজুত রাখা যায় না। তাঁর নিজের নামেও কোনো ত্রাণ এলে তা বিডিও অফিসেই থাকবে এবং সঠিক নিয়ম মেনে রেজিস্টার খাতা মেইনটেইন করেই তা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। অসহায় গরিব মানুষদের বঞ্চিত করে এভাবে ত্রাণ আটকে রাখার ফলেই সাধারণ মানুষের অভিশাপ ও চোখের জলে আজ দলটির এই দশা হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বারাবনিতে বিধায়কের বাড়ির কাছেই অবৈধ কয়লার রমরমা, উঠছে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্ন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বারাবনির নুনি এলাকায় প্রকাশ্যে কয়লাবোঝাই সাইকেলের সারি ঘিরে রাজ্য সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, নুনি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রতিদিন দেদার অবৈধ কয়লা পরিবহন চলছে। সবচেয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে কারণ এই ঘটনাস্থলের ঢিল ছোড়া দূরত্বেই রয়েছে বারাবনির বর্তমান বিধায়ক অরিজিৎ রায়ের বাসভবন ও দলীয় কার্যালয়। এলাকার মূল রাস্তা দিয়ে বিধায়ক থেকে শুরু করে প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা নিয়মিত যাতায়াত করলেও, এই বেআইনি কারবার কীভাবে তাঁদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে ক্ষোভ জমছে সাধারণ মানুষের মনে। নতুন সরকার গঠনের পর অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেওয়া হলেও, নুনির এই ছবি বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। এই ঘটনায় সরব হয়েছে বিরোধী শিবিরও। প্রাক্তন বিধায়ক তথা মেয়র বিধান উপাধ্যায় কটাক্ষ করে বলেন, অমুখে অনেক কথা বলা হলেও বাস্তবে কখন অবৈধ কাজ বন্ধ হয় আর কখন শুরু হয়, বোঝা কঠিন।দ যদিও এই বিষয়ে বিধায়ক অরিজিৎ রায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

মেমারিতে ব্যাংক থেকে টাকা ছিনতাই, দুই দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করল পুলিশ

নয়া জামানা, মেমারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানা এলাকায় এক দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার রসুলপুর শাখা থেকে নগদ ৯০ হাজার টাকা তুলে বাড়ি ফিরছিলেন দুই ভাই। ঠিক সেই সময় একটি বাইকে চড়ে এসে দুই দুষ্কৃতী তাঁদের টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। আক্রান্তরা চিৎকার করে ধাওয়া করলে বিষয়টি নজরে আসে জাতীয় সড়কে কর্তব্যরত ট্রাফিক অফিসার নানু দাসের। তিনি কালবিলম্ব না করে দলবল নিয়ে দুষ্কৃতীদের পিছু ধাওয়া করেন এবং ওয়্যারলেসের মাধ্যমে পুরো রাস্তা ব্লক করার নির্দেশ দেন।

বেগতিক বুঝে জামালপুরের মশাগ্রাম রেলগেটের কাছে বাইক ফেলে পাশের একটি কাশবনে লুকিয়ে পড়ে ছিনতাইকারীরা। তবে শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশ ও ট্রাফিক গার্ডের দল পুরো কাশবন ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুষ্কৃতীদের ধরে ফেলে। উদ্ধার হয়েছে ছিনতাই হওয়া সম্পূর্ণ ৯০ হাজার টাকাও। ধৃতদের নাম গোপাল সিং ও দীপক দাস। পুলিশের এই ঝোড়ো তৎপরতায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

কালিপুর সেতুর বেহাল দশা! হুগলি-বর্ধমানে তীব্র যানজট, চরম ভোগান্তিতে হাজারো মানুষ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ হুগলি জেলার কালিপুর সেতুর জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে বন্ধ রয়েছে স্বাভাবিক যান চলাচল। এর জেরে বিকল্প রুট হিসেবে পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী যানবাহনগুলি উচালন-আমতলা হয়ে বর্ধমানের একলক্ষী রুট ব্যবহার করছে। ফলে বর্ধমান-আরামবাগ ৭ নং রাজ্য সড়ক এবং বর্ধমান-একলক্ষী সড়কে প্রতিদিন সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট। হুগলি ও লাগোয়া পূর্ব বর্ধমান জেলার হাজার হাজার মানুষ এর ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, একলক্ষী রাস্তাটি আগে থেকেই বেহাল ছিল। এখন অতিরিক্ত গাড়ির চাপে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। রাস্তার বড় বড় গর্ত ও ভাঙাচোরা অংশের কারণে যানবাহনের গতি কমছে, যার ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকতে হচ্ছে নিত্যযাত্রী, স্কুল-কলেজের পড়ুয়া এবং ব্যবসায়ীদের। এই যানজট ও ভাঙা রাস্তার কারণে ওই এলাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি একলক্ষীর কাছে একটি মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবরও মিলেছে। এলাকাবাসীর দাবি, পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার আগেই প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। কালিপুর সেতুর সংস্কার কাজ দ্রুত শেষ করার পাশাপাশি বর্ধমান-একলক্ষী রাস্তাটিরও জরুরি ভিত্তিতে মেরামত প্রয়োজন। নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কতটা দ্রুত উদ্যোগ নেয়, এখন সেটাই দেখার।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

কালনায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নাবালিকাকে গণধর্ষণ, ধৃত ৩

নয়া জামানা, কালনা ঃ পূর্ব বর্ধমানের কালনায় এক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম নিখিল মন্ডল, ননী মন্ডল এবং পরিমল মন্ডল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৩ এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির মেলার দিন নাবালিকার বাবা-মা বাড়িতে ছিলেন না।

সেই সুযোগে অভিযুক্তদের একজন ওই নাবালিকাকে ফুসলিয়ে বাড়ির পাশের একটি কলাবাগানে নিয়ে যায়। সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষায় থাকা অন্য দুই সঙ্গীসহ তিনজন মিলে নাবালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। অভিযোগ, এরপরও একাধিকবার মেয়েটির ওপর এই নির্যাতন চালানো হয়। গত ৮ জুন নির্যাতিতার বাবা কালনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ তিন অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করে কালনা মহকুমা আদালতে তোলে। ধৃতদের বিরুদ্ধে পকসো আইন এবং হত্যার হুমকি ও ধর্ষণের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশি জেরার জন্য আদালত ধৃতদের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

১৫ বছর পর খুলল গলসির সিপিএম কার্যালয়, রক্তদান ও নানা কর্মসূচিতে উদ্দীপনা

নয়া জামানা, গলসি ঃ দীর্ঘ ১৫ বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে পুনরায় চালু হলো পূর্ব বর্ধমানের গলসি এলাকার সিপিএমের দলীয় কার্যালয়। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে এই অফিসটি জোরপূর্বক বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়েছিল বলে বাম নেতৃত্বের দাবি। তবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর, এবার কোনো বাধা ছাড়াই পার্টি অফিসটি খোলা সম্ভব হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাম কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

দলীয় কার্যালয়টি পুনরায় চালুর দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে একাধিক সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। ফিতে কেটে অফিসটির উদ্বোধন করেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন বর্ষীয়ান সদস্য ধর্মপাল বাউরী। এদিন একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে ৫০ জন কর্মী রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত তুলে দেওয়া হয় শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির রশ্মি ব্লাড ব্যাংকে। বিকেলের দিকে এলাকায় একটি বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। মিছিল শেষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এলাকার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের খাতা, কলম, বই ও মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই পুনরুত্থান কর্মসূচিতে প্রাক্তন সাংসদ সেখ সাইদুল হক, এরিয়া কমিটির সম্পাদক হারু ঘোষ, সেখ সিরাজুল, মোল্লা আসরাফুল এবং সেখ সোয়েব হোসেন সহ বহু জেলা ও স্থানীয় স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ দেড় দশক পর নিজেদের কার্যালয় ফিরে পেয়ে স্বস্তিতে এলাকার বাম কর্মীরা।

উত্তেজিত বিজেপি কর্মীদের ডিম-বৃষ্টি, দুর্গাপুরে ধৃত তৃণমূল নেতাকে আদালতে নেওয়ার পথে ধুন্ধুমার

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরে দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল থানা চত্বরে। ধৃত নেতার নাম সুকুমার দত্ত। তিনি দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানা এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই সন্ত্রাস, ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি এবং তোলাবাজির একাধিক অভিযোগ ছিল। এই সুনির্দিষ্ট অভিযোগগুলির ভিত্তিতেই গত বুধবার রাতে নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার সকালে যখন ধৃত তৃণমূল নেতা সুকুমার দত্তকে পুলিশি পাহারায় নিউ টাউনশিপ থানা থেকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বের করা হচ্ছিল, ঠিক তখনই সেখানে হাজির হন বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মী ও সমর্থক। পুলিশ গাড়ি লক্ষ্য করে এগোতেই আচমকা বিজেপি কর্মীরা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে তীব্র বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি ধৃত তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে একের পর এক কাঁচা ডিম ছুঁড়তে শুরু করেন উত্তেজিত বিজেপি সমর্থকরা। ডিম-বৃষ্টির পাশাপাশি চলে চোর-বিরোধী ও রাজনৈতিক স্লোগান। এই আকস্মিক ঘটনায় থানা চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত জনতাকে সামলাতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ বাহিনীকে। ব্যাপক ধস্তাধস্তির পর পুলিশ কোনোমতে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে ধৃত নেতাকে গাড়িতে তুলে আদালতের উদ্দেশ্যে রওনা করে দেয়। এই ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে যে, আইন মেনেই সুনির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আইন নিজের পথে চলবে। তবে থানা চত্বরের এই নিরাপত্তা গলদ ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

দামোদরে প্রশাসনের হানা, আটক ৫ ট্রাক্টর

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের গলসির গোহগ্রামে দামোদর নদ থেকে অবৈধভাবে বালি পাচার রুখতে বড়সড় সাফল্য পেল ব্লক ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও পুলিশ। বৃহস্পতিবার যৌথ অভিযান চালিয়ে গোহগ্রাম পঞ্চায়েতের গরম্বা এলাকার ভাষাপুল ঢালের কাছ থেকে বালি বোঝাই ৫টি ট্রাক্টর আটক করা হয়। ধৃত গাড়িগুলির কাছে কোনও বৈধ চালান ছিল না। পুলিশ জানায়, গাড়িগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে আইন অনুযায়ী জরিমানার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই দামোদরের বিভিন্ন ঘাট থেকে একশ্রেণির মাফিয়ারা প্রভাবশালী যোগসাজশে বেআইনিভাবে বালি তুলে পাচার করছে। জানা গেছে, পাচারকারীরা অভিনব কৌশলে একটি মাত্র বৈধ চালান ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একাধিকবার বালি পরিবহন করছিল। শিকারপুর ঘাট থেকে দ্রুত বালি তুলে অন্যত্র মজুত করা হচ্ছিল, যাতে একই চালানে বারবার গাড়ি চালানো যায়। এর ফলে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারি রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। ভূমি দপ্তর ও পুলিশ স্পষ্ট জানিয়েছে, এমন বেআইনি কারবার বরদাস্ত করা হবে না এবং এই কঠোর নজরদারি লাগাতার চলবে।

জঙ্গলমহল

নয়া জামানা

মোদী সরকারের ১২ বছর ঃ প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনায় জয়চণ্ডী মন্দিরে বিশেষ পূজায় রাজেশ মাহাতো

শংকর বারিক, নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দেশের অব্যাহত উন্নয়ন কামনায় বিশেষ পূজা ও প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হল ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল এলাকার ঐতিহ্যবাহী জয়চণ্ডী মন্দিরে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক রাজেশ মাহাতো। বুধবার সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে বিজেপি কর্মী-সমর্থক, ভক্ত ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় আবহে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজেশ মাহাতো সপরিবারে উপস্থিত থেকে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পূজায় অংশগ্রহণ করেন। পুরোহিতদের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে বিশেষ যজ্ঞ, পূজা এবং প্রার্থনা করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে রাজেশ মাহাতো বলেন, ত্প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১২ বছরে ভারত উন্নয়ন, পরিকাঠামো, আত্মনির্ভরতা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মান অর্জনের পথে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। দেশের এই উন্নয়নের যাত্রা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকুক, সেই প্রার্থনাই আমরা করেছি।দ তিনি আরও বলেন, দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী যে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছেন, তার সুফল দেশের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষও পাচ্ছেন। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা ও দীর্ঘ কর্মজীবন কামনা করে এই বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়েছে। পূজা-অর্চনা শেষে উপস্থিত ভক্ত, কর্মী-সমর্থক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব এবং বহু সাধারণ মানুষ অংশ নেন। গোটা অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ ও ভক্তিমূলক আবহ।

আবৃত্তিপ্রেমীদের জন্য নতুন সংযোজন, প্রকাশিত হলো 'কবিতা কোলাজ এবং'

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী শুভদীপ বসু-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো নতুন আবৃত্তি স্ক্রিপ্টের বই 'কবিতা কোলাজ এবং'। বইটির প্রকাশক ঘরে বাইরে পাবলিকেশন। আবৃত্তিচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যেই এই সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বইটিতে আবৃত্তি দল ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির উপযোগী মোট ৩০টি কোলাজ ও স্ক্রিপ্ট স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'তোমাকে ধরে বেঁচে রয়েছে কবিতা', 'এখনও আমার মনে', 'রবিঠাকুরের মা', 'চলল মেয়ে রণে', 'বাংলার পাখি', 'আমরা চলি সমুখ পানে', 'মেঘেদের কাণ্ড', 'ভাইফোঁটা' এবং 'এই মশা' প্রভৃতি। বিষয়বৈচিত্র্য ও উপস্থাপনার অভিনবত্ব বইটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সম্প্রতি কলকাতার স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানালোকানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সমবেত আবৃত্তি পরিবেশন করেন স্বর আবৃত্তি-র শিল্পীরা। এদিন মোহক মাইতি, শ্রীশায় বোস, সমৃদ্ধি মাতব্বর, অহনা সাউ এবং ঐশিকা মুখার্জির পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসংগীত শিল্পী শুভেন্দু মাইতি এবং অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, এদিন ঘরে বাইরে পাবলিকেশন থেকে মোট ১৪টি নতুন বই প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুদীপ ভট্টাচার্য্য। বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠান আবৃত্তিপ্রেমীদের কাছে এক স্মরণীয় সাংস্কৃতিক আসরে পরিণত হয়।

বিশ্বকাপের জ্বরে কাঁপছে তমলুক

পতাকা-কাটআউটে ফুটবল উৎসব শহরজুড়ে

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, তমলুক ঃ চার বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শুরু হতে চলেছে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রীড়া আসর ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬। আর সেই বিশ্বকাপকে ঘিরে উন্মাদনার রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুরের ঐতিহাসিক শহর তমলুক। ফুটবলপ্রেমী বাঙালির আবেগ যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে এই বিশ্বমঞ্চের হাত ধরে। এবারের বিশ্বকাপে রেকর্ডসংখ্যক ৪৮টি দেশ অংশগ্রহণ করায় আগ্রহ ও উত্তেজনা আরও বেড়েছে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। তমলুক শহরের অলিগলি, পাড়া-মহল্লা, ক্লাব চত্বর থেকে শুরু করে রাস্তার মোড়; সর্বত্রই এখন ফুটবল বিশ্বকাপের আমেজ।

দোকানে দোকানে চলছে প্রিয় দলের পতাকা কেনার হিড়িক। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, স্পেন-সহ বিভিন্ন দেশের পতাকা হাতে নিয়ে দেখা যাচ্ছে সমর্থকদের। তাম্রলিপ্ত পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের অমর সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে সালগেছিয়া হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকায় ব্রাজিল দলের তারকা ফুটবলারদের বিশাল কাট-আউট স্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে, খেলাঘর ক্লাবের সদস্যরা রং-তুলি হাতে শহরের বিভিন্ন দেওয়ালে আঁকছেন ফুটবল, বিশ্বকাপ এবং প্রিয় দলের পতাকার নান্দনিক চিত্র। এসব শিল্পকর্ম ইতিমধ্যেই পথচলতি মানুষের নজর কেড়েছে। খেলাঘর ক্লাবের সদস্য গণেশ গুপ্ত বলেন, ত্ফুটবল বিশ্বকাপ মানেই আলাদা আবেগ। প্রতি বিশ্বকাপেই আমরা কিছু না কিছু নতুন করার চেষ্টা করি। আমি ব্রাজিলের সমর্থক। আশা করছি এবারও দল ভালো ফল করবে।দ দেওয়ালচিত্র শিল্পী ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী জানান, বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে যে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা ফুটবলপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস আরও বাড়িয়ে তুলছে। যদিও অধিকাংশ ম্যাচ গভীর রাতে অনুষ্ঠিত হবে, তবুও সমর্থকদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। এক প্রবীণ ফুটবলপ্রেমীর কথায়, ত্ফুটবলের জন্য রাত জাগা কোনও বিষয় নয়। ফুটবল আমাদের আবেগ, আমাদের ভালোবাসা।দ সব মিলিয়ে, আবালবৃদ্ধবনিতার অংশগ্রহণে তমলুক এখন যেন এক টুকরো বিশ্বকাপ নগরী। এখন শুধু অপেক্ষা মাঠে বল গড়ানোর।

১৮৬ গ্রামে শিক্ষার আলো, মানবিকতার পাঠ-সম্মানিত বাঁকুড়ার অভিজিৎ রায়

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ শিক্ষার প্রসার, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অসামান্য অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত হলেন বাঁকুড়া জেলার কেন্দুয়াডিহির বাসিন্দা অভিজিৎ রায়।

তিনি আন্তর্জাতিক সেবামূলক ও আধ্যাত্মিক সংস্থা 'দ্য আর্ট অফ লিভিং'-এর বাঁকুড়া জেলার প্রশিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন। মানুষের মানসিক চাপ কমিয়ে সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দময় জীবন গঠনের লক্ষ্যে দ্য আর্ট অফ লিভিং সংস্থা ধ্যান, প্রাণায়াম এবং বিভিন্ন জীবনমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সংস্থার কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা, শালতোড়া, গঙ্গাজলঘাটি, সোনামুখী-সহ বিভিন্ন ব্লকের মোট ১৮৬টি গ্রামে সংস্থার উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে 'শ্রী শ্রী বাল্য বিদ্যালয়'।

এই বৃহৎ শিক্ষা প্রকল্পের অন্যতম প্রধান দায়িত্বে রয়েছেন অভিজিৎ রায়।

বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতি, সংস্কৃত শ্লোক, ধ্যান, স্বাস্থ্যবিধি এবং নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয়। এর ফলে শিশুদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, আত্মবিশ্বাস এবং সুস্থ জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে উঠছে। বিশেষ করে জেলার প্রত্যন্ত ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এই উদ্যোগ ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শুধু শিশুরাই নয়, গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকরাও এখন স্বাস্থ্য সচেতনতা ও ধ্যানচর্চার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। অভিজিৎ রায় জানান, সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষা ও সচেতনতার বিকল্প নেই। এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি দুর্গাপুরের সৃজনী অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দ্য আর্ট অফ লিভিং-এর পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষ সম্মাননায় সম্মানিত করা হয়। তাঁর এই সাফল্য আজ বাঁকুড়া জেলার শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক অনুপ্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দুর্নীতির অভিযোগে ডেবরায় তুমুল বিক্ষোভ, গ্রেফতার তৃণমূল উপপ্রধান চন্দন বেরা

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৩ নম্বর সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের আন্দোলন, বিক্ষোভ এবং ব্যাপক উত্তেজনার জেরে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হতে হল তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি ও উপপ্রধান চন্দন বেরাকে। বৃহস্পতিবার তাঁকে মেদিনীপুর আদালতে পেশ করে ডেবরা থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে ডেবরা ব্লকের আলোক কেন্দ্র এলাকায় চন্দন বেরার বাড়ির সামনে জড়ো হন বহু গ্রামবাসী। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বণ্টনে অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উপপ্রধান। সেই অভিযোগের প্রতিবাদ জানাতেই এদিন তাঁরা বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হন। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই বিক্ষোভ ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডেবরা থানার পুলিশ। গ্রামবাসীরা পুলিশের কাছে একাধিক লিখিত অভিযোগ জমা দেন। পাশাপাশি চন্দন বেরার বাড়িতে সরকারি সামগ্রী মজুত থাকার অভিযোগও তোলেন তাঁরা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কয়েকশো সরকারি বালতি উদ্ধার করেছে বলে জানা গিয়েছে। তল্লাশির পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। অভিযুক্ত উপপ্রধানের গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়ে ওঠেন বিক্ষোভকারীরা। উত্তেজিত জনতার একাংশ চন্দন বেরার দুটি মারুতি গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। পুলিশ তাঁকে নিরাপদে থানায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁর দিকে ডিম ছোড়া হয় বলেও অভিযোগ। এমনকি রাস্তায় ফেলে মারধরের ঘটনাও ঘটে বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে, আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় চন্দন বেরা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেন, তাঁকে রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও ডেবরা এলাকায় চাপা উত্তেজনা বজায় রয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চালান জটের জেরে সামড়োঘাট বালিখাদে অচলাবস্থা, আটকে ৩০০-র বেশি ট্রাক্টর

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের সামড়োঘাট বালিখাদকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার চরম অস্থিরতার পরিস্থিতি তৈরি হয়। অভিযোগ, বুধবার ভোর প্রায় চারটে থেকে বালি বোঝাই শত শত ট্রাক্টর খাদানের বাইরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ে চালান না মেলায় পরিবহণ কার্যত থমকে যায়। স্থানীয় সূত্রের দাবি, ৩০০-রও বেশি বালি বোঝাই ট্রাক্টর চালানের অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রয়েছে।

ট্রাক্টর চালক, শ্রমিক এবং বালি ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও এখনও পর্যন্ত খাদান কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় চালান সরবরাহ করা হয়নি। এর ফলে একদিকে যেমন মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন বহু চালক ও ব্যবসায়ী। অনেকের বক্তব্য, প্রতিদিনের আয়ের উপর নির্ভর করেই তাঁদের সংসার চলে। দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ি আটকে থাকায় সেই আয়ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বাইট খাদান চত্বরে অপেক্ষারত চালক ও শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে।

তাঁদের আশঙ্কা, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বালি পরিবহণ ব্যবস্থায় বড়সড় প্রভাব পড়বে এবং বিভিন্ন নির্মাণ কাজেও তার প্রভাব পড়তে পারে। তবে ঠিক কী কারণে চালান প্রদানে এত দেরি হচ্ছে, সে বিষয়ে খাদান কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এদিকে, এত সংখ্যক ট্রাক্টর একসঙ্গে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকায় এলাকায় যানজটের আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

প্রশাসন বিষয়টির উপর নজর রাখছে বলে জানা গিয়েছে। এখন সকলের নজর খাদান কর্তৃপক্ষের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। কবে চালান বিতরণ শুরু হবে এবং কবে স্বাভাবিক হবে বালি পরিবহণ, সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে ইন্দাসের সামড়োঘাট এলাকাজুড়ে।

পিংলায় সড়ক নিরাপত্তায় জোর, চালক ও পরিবহন কর্মীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির

নয়া জামানা , পিংলা ঃ সড়ক দুর্ঘটনা রোধ এবং পথনিরাপত্তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিংলা থানার উদ্যোগে একটি বিশেষ সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার পিংলা থানা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে থানার ওসি-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক, পরিবহন কর্মী এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সড়কে নিরাপদভাবে চলাচলের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিশেষভাবে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর ক্ষতিকর প্রভাব, গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহারজনিত ঝুঁকি, সিটবেল্ট ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি বেপরোয়া গতিতে বা বিপজ্জনকভাবে যানবাহন চালানো থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান পুলিশ আধিকারিকরা। এছাড়াও যানবাহনের ছাদে যাত্রী পরিবহন বন্ধ করা, ট্র্যাকার ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া এবং বাসের নির্দিষ্ট নম্বর স্পষ্টভাবে প্রদর্শনের বিষয়েও সচেতন করা হয়। উপস্থিত চালক ও পরিবহন কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন পুলিশ কর্তারা এবং সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। এই কর্মসূচিতে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ট্রেকার ইউনিয়ন, বাস ইউনিয়নের সদস্য এবং পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিরা ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে সকলকে ট্রাফিক বিধি মেনে চলার শপথ গ্রহণ করানো হয়। পিংলা থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগ নিয়মিতভাবে গ্রহণ করা হবে, যাতে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে আরও নিরাপদ ও সচেতন সমাজ গড়ে তোলা যায়।

ঝড়-বৃষ্টিতে স্বস্তি, তবে গাছ পড়ে বিপাকে বাঁকুড়া

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ দীর্ঘদিনের তীব্র দাবদাহ ও অস্বস্তিকর গরমের পর অবশেষে স্বস্তির বৃষ্টি পেল বাঁকুড়াবাসী। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। কয়েকদিন ধরে চলা অসহনীয় গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ এই বৃষ্টিতে কিছুটা স্বস্তি পেলেও ঝড়ের তাণ্ডবে একাধিক এলাকায় তৈরি হয়েছে নতুন সমস্যা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝড়ের তীব্রতায় বাঁকুড়া শহরের নতুন চটি ও কলেজ মোড় এলাকায় রাস্তার উপর ভেঙে পড়ে বেশ কয়েকটি বড় গাছ। ব্যস্ত সময়ে হঠাৎ গাছ পড়ে যাওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিতে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। অফিসফেরত যাত্রী, পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়। ঝড়ের জেরে বেশ কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি ও তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও জানা গেছে। ফলে শহর ও সংলগ্ন এলাকার বহু জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ না থাকায় গরমের মধ্যেই সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থাও আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসন, দমকল এবং বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও মেরামতির কাজ শুরু করেন। রাস্তার উপর পড়ে থাকা গাছ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ পরিষেবা দ্রুত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। একদিকে বৃষ্টি এনে দিয়েছে গরম থেকে বহু প্রতীক্ষিত স্বস্তি, অন্যদিকে ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

১৪ দফা দাবিতে বান্দোয়ানে সিপিআইএমের ডেপুটেশন, বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ

নয়া জামানা , বান্দোয়ান ঃ একাধিক জনস্বার্থমূলক দাবিকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার বান্দোয়ান ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-এর কাছে স্মারকলিপি জমা দিল সিপিআইএম। বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ সংগঠিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন দলের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী ও সমর্থক। বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল করে তারা বিডিও অফিসে পৌঁছান এবং সেখানে ১৪ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি জমা দেন। দলীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকার পানীয় জল, রাস্তা সংস্কার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন, সরকারি প্রকল্পে স্বচ্ছতা বজায় রাখা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখেই এই ডেপুটেশন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা প্রশাসনের নজরে আনা হলেও তার যথাযথ সমাধান হয়নি। তাই জনগণের স্বার্থে প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর বান্দোয়ান চকবাজার এলাকায় একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তারা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের আরও সক্রিয় ভূমিকার দাবি তোলেন। পাশাপাশি দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনেরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বান্দোয়ান উত্তর এরিয়া কমিটি, বান্দোয়ান দক্ষিণ এরিয়া কমিটি এবং বান্দোয়ান পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক শক্তিপদ দাস। এছাড়াও দলের বহু কর্মী-সমর্থক এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত এই ডেপুটেশন ও পথসভা এলাকায় রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

সেবাশ্রয়ের ওষুধ মাটির নিচে !

সরিষায় উদ্ধার ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,ডায়মন্ড হারবার ঃ ডায়মন্ড হারবারের সরিষা অঞ্চলে মাটির নিচ থেকে বিপুল পরিমাণ ওষুধ ও স্বাস্থ্যসামগ্রী উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লকের সরিষা পঞ্চায়েতের হিঙ্গছেবেরিয়া গ্রামে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ, সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য আনা তসেবাশ্রয়দ কর্মসূচির ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী গোপনে মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। স্থানীয় সূত্রের দাবি, গোপন খবরের ভিত্তিতে ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর বিজেপি মণ্ডলের সভাপতি উত্তম বাগের নেতৃত্বে একদল বিজেপি কর্মী এলাকায় যান। সেখানে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় খে াঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং কয়েকটি অক্সিজেন সিলিন্ডার উদ্ধার হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার খ বর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমান বহু মানুষ। অনেকেই মোবাইল ফোনে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর ছবি ও ভিডিও ধারণ করেন। বিজেপির দাবি, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি সম্প্রতি আয়োজিত তসেবাশ্রয়দ শিবিরে ব্যবহারের জন্য আনা হয়েছিল। তাদের অভিযোগ, মানুষের জন্য বরাদ্দ স্বাস্থ্যসামগ্রী যথাযথভাবে ব্যবহার না করে গোপনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যদিও এই দাবির স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বিজেপি নেতা উত্তম বাগ বলেন, তসরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় ওষুধ না পেয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। সেই সময় কোটি কোটি টাকার ওষুধ মাটির নিচে পাওয়া যাওয়ার অভিযোগ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত।দ ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এত পরিমাণ ওষুধ ও স্বাস্থ্যসামগ্রী সেখানে কীভাবে এল, সেগুলির সরকারি হিসাব রয়েছে কি না এবং আদৌ সেগুলি জনসাধারণের জন্য বরাদ্দ ছিল কিনা;তা স্পষ্ট করার দাবি উঠেছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রশাসন, পুলিশ বা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য প্রকাশ করা হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসও অভিযোগের বিষয়ে প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া দেয়নি। ফলে পুরো বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা বজায়

রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে এটি ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলের সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় বিতর্কে পরিণত হতে পারে। এখন সকলের নজর প্রশাসনের সম্ভাব্য তদন্ত এবং সেই তদন্তে উঠে আসা তথ্যের দিকে।

পলাতক খালেক মোল্লার মেছো ভেড়িতে তল্লাশি, অস্ত্রের খোঁজে জলে নামল পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া বিধানসভার বকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাজমপুর এলাকায় পলাতক তৃণমূল নেতা আব্দুল খালেক মোল্লার মেছো ভেড়িতে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালাল রাজ্য পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা (ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট) দলের কর্মীরা। আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের সন্ধানে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জলাশয়ে নেমে শুরু হয় এই তল্লাশি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং মিনাখাঁ-হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে পরিচিত আব্দুল খালেক মোল্লার দখলে কয়েক হাজার বিঘা মেছো ভেড়ি রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত খালেক মোল্লার বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে এলাকায় সন্ত্রাস, ভয়ভীতি প্রদর্শন, মারধর, তোলাবাজি এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় তার নাম উঠে আসে। এছাড়াও জোরপূর্বক মেছো ভেড়ি দখল, মাছ লুট এবং চুরি করে বিক্রির মতো অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশের দাবি, চলমান তদন্তে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে। সেই সূত্র ধরেই মেছো ভেড়িগুলিতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, এলাকায় সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত কিছু আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্যান্য প্রমাণ ভেড়ির জলে লুকিয়ে রাখা হয়ে থাকতে পারে। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই প্রায় এক মাস ধরে খালেক মোল্লা এলাকাছাড়া বলে জানা যাচ্ছে। রাজ্য পুলিশের একাধিক দল তার খোঁজে তল্লাশি চালালেও এখনও পর্যন্ত তার সন্ধান মেলেনি। ফলে তাকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জল্পনা আরও বাড়ছে।

কল্যাণের সরে দাঁড়ানোয় তৃণমূলকে নিশানা শান্তনুর

‘পালানোর লাইনে নেতারা’

নয়া জামানা , বসিরহাট ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন মামলায় আইনজীবী হিসেবে আর না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বৃহস্পতিবার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর বিধানসভার মালঙ্গপাড়া মাঠে বিজেপি নেতা তারক সাহার উদ্যোগে আয়োজিত ‘বিজয় উৎসব’ কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি। সেখ ানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু ঠাকুর দাবি করেন, রাজ্যের শাসকদলের বহু নেতা বর্তমানে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। তাঁর কথায়, তত্ণমূল নেতৃত্বদের এখন শুধু পালানোর অপেক্ষা। একের পর এক নেতা নানা অভিযোগে জড়িয়ে পড়ছেন। কেউ দল ছাড়ছেন, কেউ আবার নিজেদের অবস্থান বদল করছেন। আগামী দিনে এই প্রবণতা আরও বাড়বে।দ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘটনাকেও তিনি তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তার প্রভাব শাসকদলের ভিতরে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। রাজনৈতিক মন্তব্যের পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তিনি জানান, বসিরহাট থেকে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর পর্যন্ত প্রস্তাবিত জাতীয় সড়ক ৩১২-এর কাজ দ্রুত শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সড়ক স্বরূপনগরের উপর দিয়ে যাওয়ায় উত্তর ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসবে বলে তিনি দাবি করেন। এছাড়াও স্বরূপনগর পর্যন্ত রেল পরিষেবা সম্প্রসারণের বিষয়েও আশাবাদ ব্যক্ত করেন শান্তনু ঠাকুর।

তিনি জানান, এই প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের মধ্যে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা যাবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

তৃণমূল ব্লক সভাপতির গ্রেফতারের দাবিতে রাস্তায় মহিলারা

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শহীদুল্লাহ গাজীর গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকার বহু মহিলা।

বৃহস্পতিবার নেবুখালি-হাসনাবাদ রোডের ধারে শহীদুল্লাহ গাজীর ইটভাটার সামনে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ব্লক সভাপতি শহীদুল্লাহ গাজীর ইটভাটা সংলগ্ন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মালপত্র মজুত রয়েছে।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর মধ্যে এই অভিযোগ নিয়ে ক্ষোভ জমে ছিল। এদিন সেই ক্ষোভই বিক্ষোভের আকার নেয়। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী মহিলারা দাবি করেন, অবিলম্বে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি শহীদুল্লাহ গাজীকে গ্রেফতারের দাবিও তোলেন তাঁরা। এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়িকা রেখা পাত্র। তিনি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের অভিযোগ শোনেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখে ামুখি হয়ে বিধায়িকা বলেন, তসাধারণ মানুষের প্রশাসনের উপর আস্থা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। মানুষ ন্যায়বিচার চাইছেন এবং তাঁদের উদ্বেগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।দ বিক্ষোভের জেরে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন ছিল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে নতুন করে আলোচনা।

সন্দেশখালীতে পুকুরে ফের অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার ১৬টি বন্দুক ও প্রায় ২০০০ রাউন্ড গুলি

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সন্দেশখালীর মাটিতে ফের মিলল বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালী বিধানসভার নেজাট থানার অন্তর্গত বয়ারমারী ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িহাটি শ্মশানঘাট সংলগ্ন একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৬টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রায় ২০০০ রাউন্ড গুলি। এই ঘটনাকে ঘিরে ফের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৬ জুন সন্দেশখালীর মনিপুর ও কুমড়োখালী এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। ওই

ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ছয়জনকে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে আসে তদন্তকারীদের। সেই সূত্র ধরেই বৃহস্পতিবার বেঙ্গল এসটিএফ ও জেলা পুলিশের যৌথ বাহিনী খ ড়িহাটি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। অভিযানের সময় পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চলাকালীন পুকুরের তলা থেকে একে একে উদ্ধার হয় ১৬টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ কার্তুজ। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান তদন্তকারীদের। এই ঘটনায় নতুন করে সামনে এসেছে সন্দেশখালী এলাকায় অস্ত্র মজুদের প্রশ্ন। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলি কারা সেখানে লুকিয়ে রেখেছিল, কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত এবং এর পিছনে কোনো বড় চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। গোটা ঘটনায় ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছে বেঙ্গল এসটিএফ ও জেলা পুলিশ। এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।

তৃণমূল পার্টি অফিসে ত্রাণ মজুদের অভিযোগ, বিধায়ক সমীর জানার গ্রেফতারির দাবিতে সরব বিজেপি

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ পাথরপ্রতিমায় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের তীর উঠেছে পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানার বিরুদ্ধে। বিজেপির দাবি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের জন্য বরাদ্দ ত্রাণসামগ্রী দীর্ঘদিন ধরে পার্টি অফিসে মজুদ করে রাখা হয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে খ বর, রামগঙ্গা বিডিও অফিসের অদূরে অবস্থিত তৃণমূলের পার্টি অফিসে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী মজুত থাকার খবর পেয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরে পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালায়। বিজেপি

কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে ওই ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার করা হয় বলে দাবি করা হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, গরিব ও বিপর্যস্ত মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ না করে তা গোপনে পার্টি অফিসে রাখা হয়েছিল। তাদের আরও দাবি,

আগামী দিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে ওই ত্রাণসামগ্রী বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা ছিল। এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং বিধায়ক সমীর জানার অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি জানিয়েছে বিজেপি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি। প্রশাসনের তদন্তের দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহল ও স্থানীয় বাসিন্দাদের।

মহেশতলায় বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভের বিস্ফোরণ, অবরোধে নামলেন এলাকাবাসী

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পৌরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের আটাপাড়া ফুটবল মাঠ সংলগ্ন রাস্তার বেহাল দশার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার খ ারাপ অবস্থা, জলনিকাশি ব্যবস্থার অভাব এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী পথ অবরোধ করে তাঁদের ক্ষোভ উগরে দেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার বিভিন্ন অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। পর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় দিনের পর দিন জল জমে থাকে, ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে চরম সমস্যা তৈরি হয়। বিশেষ করে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের নোংরা ও জমা জলের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন স্কুলে যেতে হচ্ছে। এর ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকির পাশাপাশি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও ক্রমশ বাড়ছে বলে দাবি বাসিন্দাদের। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, বহুবার বিষয়টি ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শুভ্রা চক্রবর্তীর নজরে আনা হলেও সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। প্রশাসনের উদাসীনতার অভিযোগ তুলে সোমবার পোস্টার হাতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার নারী-পুরুষ সহ বহু বাসিন্দা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহেশতলা থানার পুলিশ। পুলিশ আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। প্রশাসনের তরফে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলে প্রায় দু’ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। তবে বিক্ষোভ চলাকালীন এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হননি। এতে ক্ষোভ আরও বাড়ে। দ্রুত রাস্তা সংস্কার এবং স্থায়ী জলনিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে প্রশাসনের কাছে জোরালো আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা

‘ফলতার পুষ্পা’কে হাফপ্যান্টে এলাকা ঘোরাল পুলিশ

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ একসময় ফলতা এলাকার অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন ‘ফলতার পুষ্পা’ নামে খ্যাত তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গীর খান ওরফে পুষ্পা। এলাকার নানা কর্মকাণ্ডে তাঁর দাপট ও প্রভাব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা ছিল। তবে সময়ের চাকা ঘুরে এখন সেই জাহাঙ্গীর খানকেই পুলিশের কড়া পাহারায় হাফপ্যান্ট পরে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরতে দেখা গেল। আর সেই দৃশ্য ঘিরে বৃহস্পতিবার ফলতা জুড়ে তৈরি হয় ব্যাপক চাঞ্চল্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ চলাকালীন তদন্তের স্বার্থে জাহাঙ্গীর খানকে নিয়ে ফলতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যায় পুলিশ। কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় এবং কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে তাঁকে বিভিন্ন ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে তদন্তকারীরা তথ্য সংগ্রহ করেন। সঙ্গে ছিল পুলিশের একাধিক গাড়ি ও বিশাল বাহিনী। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায়। বহু মানুষ দূর থেকে দাঁড়িয়ে পুরো অভিযান প্রত্যক্ষ করেন। একসময় যাঁর নাম শুনে অনেকে ভয় পেতেন, সেই ব্যক্তিকে পুলিশের হেফাজতে এমন

অবস্থায় দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। উল্লেখ ্য, সম্প্রতি নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে রাজ্য পুলিশের এসটিএফের হাতে গ্রেপ্তার হন জাহাঙ্গীর খান। পরে তাঁকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। সেই হেফাজত পর্বেই তদন্তে নতুন সূত্র খ ুঁজতে এবং বিভিন্ন অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে তাঁকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। বিরোধী শিবিরের দাবি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তদন্ত নিরপেক্ষভাবে এগোচ্ছে। যদিও শাসকদলের তরফে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তদন্ত যত এগোবে, ততই এই মামলায় নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছে তদন্তকারী মহল।

তৃণমূল পার্টি অফিসে ত্রাণ সামগ্রীর ভাণ্ডার উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পার্টি অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গোপন খবরের ভিত্তিতে কুলপি থানার পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী, বিজেপি কর্মী-সমর্থক এবং এলাকার বহু বাসিন্দা যৌথভাবে ওই পার্টি অফিসে অভিযান চালান। অভিযান চলাকালীন পুরো ঘটনাটি ভিডিও রেকর্ড করা হয় বলে জানা গেছে। পার্টি অফিসের দোতলায় একটি ঘরে বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী মজুত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেখানে বস্তা বস্তা করে রাখা ছিল কম্বল, শাড়ি, লুঙ্গি, বাচ্চাদের পোশাক, বেডকভারসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী। কয়েকটি বস্তা খুলে দেখার পর ওই সমস্ত সামগ্রীর অস্তিত্ব সামনে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ত্রাণ সামগ্রী মূলত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ঈদ উপলক্ষে বিতরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারগুলোর সহায়তার জন্য আনা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছে না দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মজুত করে রাখা হয়। অভিযোগ উঠেছে, পরবর্তীতে এই সামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্যেই সেগুলি গোপনে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া সমস্ত ত্রাণ সামগ্রী কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে কুলপি বিডিও অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।

Naya Jamana........12 June....2026...new_Layout 1 12-06-2026 11:41 Page 11

ইসরাইল বিরোধী মনোভাবের শীর্ষে বাংলাদেশ, সবচেয়ে কম ভারতে

পিউ রিসার্চের জরিপ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিশ্বজুড়ে ইসরাইলের ভাবমূর্তি এবং দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা চরমভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বের তিন ডজন দেশে পরিচালিত সাম্প্রতিক এক বৈশ্বিক জরিপে দেখা গেছে, অধিকাংশ দেশের সিংহভাগ মানুষ ইসরাইলের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এবং বৈশ্বিক রাজনীতিতে নেতানিয়াহুর ভূমিকার ওপর তাদের কোনো আস্থা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল কর্তৃক ইরানে যৌথ সামরিক অভিযান শুরুর পর বিশ্বজুড়ে এই নেতিবাচক মনোভাব আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে।যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টার পরিচালিত 'স্প্রিং ২০২৬ গ্লোবাল অ্যাটিটিউড সার্ভে' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। চলতি বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মে পর্যন্ত বিশ্বের ৩৬টি দেশে এই জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে অংশ নেওয়া দেশগুলোর প্রাপ্ত তথ্যের গড় অনুযায়ী, প্রায় ৬৭ শতাংশ মানুষ ইসরাইলের প্রতি চরম অসন্তোষ বা নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

এর বিপরীতে মাত্র ২৫ শতাংশ মানুষ দেশটির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন।প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে ইসরাইল বিরোধী মনোভাব সবচেয়ে তীব্র রূপ ধারণ করেছে।

বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ইসরাইলের বিরুদ্ধে রেকর্ড পরিমাণ নেতিবাচক মনোভাব দেখা গেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশে ৭৯ শতাংশ মানুষ ইসরাইলের প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় এই জরিপ চালানো সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে পিউ রিসার্চ সেন্টার।ইউরোপের দেশগুলোতেও ইসরাইল সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান। ইতালি, নেদারল্যান্ডস এবং স্পেনের মতো দেশগুলোতে প্রায় অর্ধেক বা তার চেয়েও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক জানিয়েছেন, ইসরাইলের প্রতি তাদের মনোভাব অত্যন্ত প্রতিকূল। বিপরীতে একমাত্র সাব-সাহারা অঞ্চলের কয়েকটি আফ্রিকান দেশ এবং ভারতের মতো কিছু রাষ্ট্রে ইসরাইলের পক্ষে তুলনামূলক ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। জরিপে দেখা গেছে, ভারতের নাগরিকদের মধ্যে ইসরাইলের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে কম।এই জরিপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বয়স ও রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে মতামতের ভিন্নতা। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে বয়স্কদের তুলনায় তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ইসরাইল বিরোধী মনোভাব অনেক বেশি প্রবল। উদাহরণস্বরূপ, হাঙ্গেরিতে ১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সিদের মধ্যে ৭২ শতাংশ মানুষ ইসরাইলকে পছন্দ করেন না, যেখানে ৫০ বছর বা তার বেশি বয়সিদের মধ্যে এই হার মাত্র ৪৫ শতাংশ।

রাজনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কট্টরপন্থী বামপন্থী বা লিবারেল ভাবধারার মানুষেরা ডানপন্থীদের চেয়ে ইসরাইলের প্রতি বেশি ক্ষুব্ধ। এই আদর্শিক ব্যবধান সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে ৮৩ শতাংশ লিবারেল বা উদারপন্থী নাগরিক ইসরাইলের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন, অথচ অনুদারপন্থী বা কনজারভেটিভদের মধ্যে এই হার মাত্র ৩৭ শতাংশ। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, গ্রিস, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন এবং সুইডেনে বামপন্থী মতাদর্শের প্রায় ৯০ শতাংশ বা তার বেশি মানুষ ইসরাইলকে নেতিবাচক চোখে দেখেন।পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্যমতে, গত ২০১৫ সালের তুলনায় চলতি বছরে ইসরাইলের ভাবমূর্তি দ্রুত ভেঙে পড়েছে। পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনামূলক ডেটা থাকা ২৪টি দেশের মধ্যে ১৩টি দেশেই ইসরাইল বিরোধী মনোভাব আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। যেমন আর্জেন্টিনায় গত বছর যেখানে ৪৬ শতাংশ মানুষ ইসরাইলের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবার তা বেড়ে ৫৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, নাইজেরিয়া, পোল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যেও ইসরাইলের ওপর মানুষের ক্ষোভ আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেড়েছে। কেবল গ্রিসে ইসরাইলের পক্ষে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গেছে, যদিও সেখানেও মাত্র ৩০ শতাংশ মানুষ ইসরাইলকে সমর্থন করেন।

এদিকে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ওপর থেকে বিশ্ববাসীর আস্থা প্রায় সম্পূর্ণ উঠে গেছে। অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান, স্পেন, সুইডেন, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য এবং ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, বিশ্ব রাজনীতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নেতানিয়াহুর ওপর তাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। জরিপভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র কেনিয

.া এবং ফিলিপাইনে অর্ধেকের বেশি মানুষ নেতানিয়াহুর নেতৃত্বের প্রতি কিছুটা আস্থা দেখিয়েছেন।নেতানিয়াহুর প্রতি বিশ্ববাসীর এই অনাস্থা গত বছরের তুলনায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়ায় এই পরিবর্তনের হার সবচেয়ে বেশি, যেখানে গত বছর ৬৪ শতাংশ মানুষ নেতানিয়াহুর ওপর অনাস্থা প্রকাশ করেছিলেন, তা এবার বেড়ে ৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ইতালিতেও নেতানিয়াহুর ওপর সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশকারীর সংখ্যা গত বছরের ৪৫ শতাংশ থেকে লাফিয়ে এক লাফে ৬২ শতাংশে পৌঁছেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমাগত সামরিক আগ্রাসন এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের কারণেই বিশ্বজুড়ে ইসরাইল এবং নেতানিয়াহুর জনপ্রিয়তায় এই ঐতিহাসিক ধস নেমেছে।

বিশ্বনাথের শহরে মাছমাংস নয়, এবার বারাণসীর বাইরে আমিষের দোকান সরানোর প্রস্তাবে সিলমোহর !

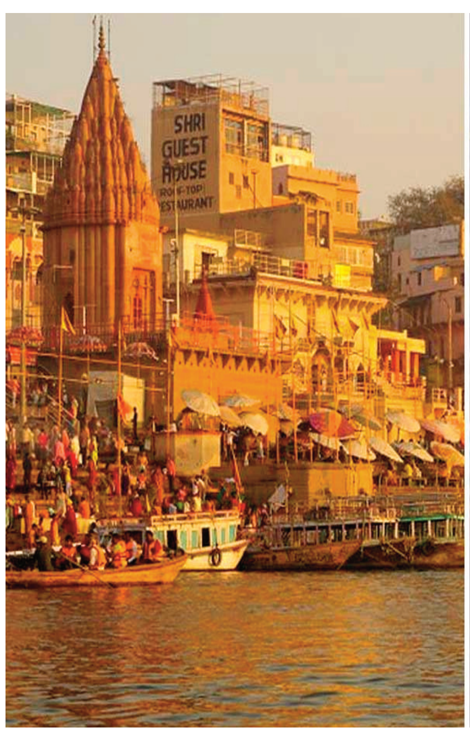

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে ফেলুদা বলেছিল, বারাণসী হল বাঙালির সেকেন্ড হোম। একদিকে যেমন বিদ্যাচর্চা, আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য বাঙালি কাশী বিশ্বনাথের শহরে ঠাঁই নিত, তেমনই বাঙালি বিধবাদের কাশিবাসী হওয়ার রেওয়াজ ছিল। আগের মতো বিপুল সংখ্যায় না থাকলেও মেরেকেটো এখনও কয়েক হাজার বাঙালির বাস ঐতিহাসিক এই শহরে। সেখানেই এবার মাছের দোকান থাকবে না। মাংসের দোকানও উঠে যাবে মূল শহরের বাইরে। ইতিমধ্যে এই প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়েছে বারাণসী পৌরনিগম। শহরের মাছ-মাংসের ব্যবসায়ী এবং রসিক উপভোক্তারা শঙ্কিত। সম্প্রতি মেয়র অশোক কুমার তিওয়ারির নেতৃত্বে বারাণসী পৌরনিগম একটি বৈঠক করে। সেখানে শহর থেকে মাছ-মাংসের দোকান সরানোর প্রস্তাবে চূড়ান্ত সিলমোহর পড়েছে। পৌরনিগমের শীর্ষ আধাকারিকের দাবি, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। পৌর কমিশনার হিমাংশু নাগপাল সদনকে জানান, প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য পাঁচটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। বাসিন্দাদের অসুবিধা কমানোর জন্য এই স্থানগুলি শহরের বাইরে হলেও সীমানার কাছেই নির্বাচন করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, বর্তমানে শহরের সীমার মধ্যে চালু থাকা মাংস ও মাছের দোকানগুলিকে রামনগর, সুজাবাদ, গণেশপুর, অবলেশপুর এবং শিবপুরের নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হবে। কর্মকর্তাদের দাবি, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল নগর ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা এবং যান চলাচল ব্যবস্থা উন্নত করা। বারাণসী পৌর সংস্থা আধিকারিকরা মনে করেন, মাছ ও মাংসের দোকনগুলিকে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার বাইরে স্থানান্তরিত করা হলে পৌর পরিষেবা সুসংহত হবে। উল্লেখ্য, খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারাণসী শহরের সাংসদ। ইতিমধ্যে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং গঙ্গার ঘাট সংস্কার হয়েছে। শুরু হয়েছে ভোর ও সন্ধ্যার সংগঠিত আরতি। কার্যত বদলে গিয়েছে, ভারতের অন্যতম তীর্থস্থানের চেহারা। প্রাচীন কাশী কিংবা আধুনিক বারাণসী আরও বেশি করে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে পর্যটকদের জন্য। এবার বিশ্বনাথের শহরকে আমিষ মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিল স্থানীয় পৌরনিগম।

রামমন্দিরে ভক্তদের দানের কোটি কোটি টাকা উধাও ! আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে বিস্ফোরক অখিলেশ

অযোধ্যার রামমন্দির থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে ভক্তদের তরফে দান করা কোটি কোটি টাকা। রবিবার এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব। তাঁর এহেন দাবি সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিপুল টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় মন্দির ট্রাস্টের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন সপা সাংসদ। এবিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপেরও দাবি করেছেন তিনি। রবিবার সোশাল মিডিয়ায় এই ইস্যুতে একটি পোস্ট করেন অখিলেশ যাদব। তিনি লেখেন, 'বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা রামভক্তদের জন্য এটি অত্যন্ত দুঃখের খবর। রামমন্দিরে ভক্তদের দান করা কোটি কোটি টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনা মন্দির ট্রাস্টের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ও অস্বস্তিকর। কেউই সামনে এসে এই ইস্যুতে মুখ খুলতে চাইছেন না।' পাশাপাশি এই বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে তিনি লেখেন, 'এই বিষয়ে দেশের আদালতকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে হস্তক্ষেপের আবেদন জানাচ্ছি। কারণ এই বিষয়টি বিশ্বের সকল রামভক্ত ও সনাতনীদের বিশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে। সেখানে সরকারের এই নীরবতা সন্দেহজনক। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে সমাজবাদী পার্টিও। তাদের মিডিয়া সেলের তরফে সোশাল মিডিয়ায় লেখা হয়েছে, 'অযোধ্যায় রাম মন্দিরের অনুদান থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ, চুরি শুধু লজ্জাজনক নয়, যারা এর দায়িত্বে ছিলেন তাদের নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত ঊর্ধ্বতন কর্তাদের শুধু এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দিলেই হবে না, বরং রাম মন্দির নির্মাণের জন্য এবং ভক্তদের তরফে অনুদান হিসাবে এ পর্যন্ত কত টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং তা কোথায় খরচ করা হয়েছে, তার হিসাব এবং বিস্তারিত তথ্যও জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। মন্দির তহবিলের টাকা আত্মসাৎ, জালিয়াতি এবং চুরি কোনওভাবেই মানা যায় না। এই ঘটনা ভক্তদের বিশ্বাসের উপর আঘাত। বিজেপির অন্তত ঈশ্বরকে রেহাই দেওয়া উচিত।' এদিকে রামমন্দিরে ভক্তদের দানের টাকা নিয়ে বিতর্ক মাথাচাড়া দিতেই এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন শ্রীরাম জন্মভূমি ট্রাস্টের অন্যতম প্রধান দীনেন্দ্র দাস। তিনি বলেন, তশ্রীরামের ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। যদি এতে কোনও ভুল হয়ে থাকে তবে স্বয়ং ভগবান রাম তাঁর বিচার করবেন। রামই তাঁকে শাস্তি দেবেন।

'ককরোচ জনতা পার্টি'-র ৫ দাবি

কেবল সোশাল মিডিয়ায় নয়, শনিবার প্রতিবাদের ময়দানে নেমে পড়ে়েছে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)। যে কাজ করার কথা ছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির, সেই কাজে দিল্লির যন্তর মন্তরে জমায়েত করে দেশের যুবসমাজের একাংশ। নিট কেলেঙ্কারি-সহ শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় সংগঠনটি। সরকারকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা; আগামী ৭ দিনের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করলে দেশজুড়ে বিরাট আন্দোলন হবে। অবশ্যি কেবল শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ নয়, বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যম, নির্বাচন কমিশন থেকে নারী সংরক্ষণ; দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনে ৫টি মৌলিক দাবি তুলেছে তরুণ প্রজন্ম। 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র এই ৫ দাবি কী কী?

১ বিচার বিভাগীয় সংস্কার

ইদানীংকালে দেখা গিয়েছে অবসর গ্রহণের পর সুপ্রিম কোর্টের কোনও প্রধান বিচারপতি রাজ্যসভার কিংবা কোনও সরকারি পদ বসছেন। অভিযোগ উঠেছে, এই ঘটনা আদতে রাজনৈতিক পুরস্কার। সিজেপি দাবি তুলেছে, সুপ্রিম কোর্টের কোনও প্রধান বিচারপতিকে অবসর গ্রহণের পর রাজ্যসভার আসন বা অন্য কোনও সরকারি পদে বসানো যাবে না। বলা বাহুল্য, বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই দাবি তোলা হয়েছে।

২ নির্বাচনী জবাবদিহি

পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে এসআইরআর-এ অসংখ্য ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। লক্ষাধিক নাম এখনও বিচারাধীন। ইতিমধ্যে ভোট মিটে ক্ষমতার বদল হয়েছে। ককরোচ জনতা পার্টির দাবি, কোনও বৈধ নাগরিকের নাম যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে, তবে তাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এই গাফিলতির দায়ে বর্তাবে দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উপরে। এই অপরাধে সরাসরি ইউএপিএ আইনের আওতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

৩ সংসদে ৫০ु নারী সংরক্ষণ

ককরোচ জনতা পার্টির অন্যতম দাবি হল মহিলা সংরক্ষণ। যুবারা জানিয়েছেন, লোকসভা, রাজ্যসভা এবং দেশের সমস্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রকগুলিতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। তবে, এর জন্য সংসদের মোট আসন সংখ্যা বাড়ানো চলবে না বলেও জানিয়েছে তারা।

৪ সংবাদমাধ্যম সংস্কার

সাম্প্রতিক সময়ে 'গোদি মিডিয়া' নিয়ে বারবার অভিযোগ উঠেছে। এই অবস্থায় সিজেপি-র দাবি, আদানি ও আম্বানি গোষ্ঠীর মালিকানাধীন সমস্ত সংবাদমাধ্যমের লাইসেন্স অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। একই সঙ্গে দেশের প্রথম সারির বিতর্কিত নিউজ অ্যাঙ্করদের সম্পত্তির উৎস নিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করতে হবে।

৫ দলবদল রুখতে কড়া আইন

রাজনীতিতে ইদানীং দলবদলুদের ভিড়। ক্ষমতায় আসার মরিয়া চেষ্টায় 'হাইজ্যাক' হচ্ছে বিধায়ক থেকে সাংসদ। এর জন্য মোটা টাকা হাতবদল হচ্ছে বলেও অভিযোগ। রাজনৈতিক অধঃপতনের এই যুগে ককরোচ জনতা পার্টির অন্যতম দাবি, কোনও সাংসদ বা বিধায়ক যদি নিজের দল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দেন, তবে তাঁর উপর আগামী ২০ বছরের জন্য নির্বাচনে লড়া বা কোনও সরকারি পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে।

প্রসঙ্গত, শনিবার যন্তর মন্তরে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন ককরোচ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপক। তিনি বলেন, 'দেশের যুবসমাজ এখন আর ভয় পায় না।' পাশাপাশি বলেন, তাঁদের লড়াই এখানেই শেষ নয়। ৭ দিনের মধ্যে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হলে তাঁরা দেশজুড়ে আরও বড় আন্দোলনে নামবেন।